চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 20 August 2019 ■ আগরতলা, ২০ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে দুই ভাইয়ের হামলায় হত এক, শিশুসহ আহত চার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** মনসা পূজার নিমন্ত্রণে গিয়ে বিবাদের জেরে দুই ভাইয়ের আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন চারজন। তাঁদের জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ভাই পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রবিবার আমতলি থানাধীন সেকেরকোটের হাতিরলেডা গ্রামে একটি মনসা পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন স্থানীয় নকুল সাহা এবং সঞ্জীব দাস ও অন্যান্যরা। এলাকাবাসীর বক্তব্য, গতকাল রাতে মনসা পূজার নিমন্ত্রণে গিয়ে সঞ্জীব দাস এবং নকুল সাহার মধ্যে সামান্য একটি বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। তা একসময় হাতাহাতির পর্যায়ের পৌঁছে যায়।

### দিনভর উত্তেজনা সেকেরকোট, মোতায়েন পুলিশ

তখন উপস্থিত অন্যান্য গ্রামবাসী তাঁদের আটকান। পরে সঞ্জীব দাস সেখান থেকে বাড়ি ফিরে যান। এর পরই সঞ্জীব দাস ও তার ভাই রতন দাসের আক্রমণে নকুল সাহা-সহ আরও চারজন গুরুতর আহত হন। তাদের মধ্যে নকুল সাহা আজ সকালে মারা যান।

এ-বিষয়ে আমতলি থানার এসডিপিও অনির্বাণ দাস জানিয়েছেন, গতকাল সঞ্জীব দাস এবং নকুল সাহার মধ্যে ঝামেলা হলেও ওই সময় তা মিটে গিয়েছিল বলে অন্যান্যরা মনে করেছিলেন। কিন্তু, রাত একটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে নকুল সাহাকে আক্রমণ করেন সঞ্জীব দাস ও তার ভাই রতন দাস। এসডিপিও জানান, দা এবং রড নিয়ে নকুল সাহার উপর আক্রমণ চালান দুই ভাই। ওই সময় সেখানে উপস্থিত গকুল সাহা, নিমিশ সরকার, সাধন দাস এবং অনিমেষ সরকার বাধা দিতে গেলে তারাও আক্রান্ত হন। এসডিপিও-র কথায়, স্থানীয় জনগণ চিৎকার শুনে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে আজ ভোরে নকুল সাহা মারা যান।

তিনি বলেন, ওই ঘটনায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, অভিযুক্ত দুই ভাই পলাতক। তাঁদের খুঁজে তল্লাশি চলছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এদিকে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিনভর এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। বিশাল সংখ্যায় পুলিশ সেখানে মোতায়েন করা হয়। নিহতের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। এদিকে, জানা গিয়েছে হামলায় নিহত ব্যক্তি বিরোধী সিপিএম কর্মী ছিলেন। তার মৃত্যুতে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব নিহতের পরিবারের সাথে কথা বলেন। সেই সাথে আহতদের খোঁজ খবর নিয়েছেন।

## পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ আগস্ট।।** পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই ব্যাক্তি। সোমবার সন্ধ্যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অলইছড়া চরনপাই বিদ্যালয়ের পাশে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার স্বীকার হয় পিতা ও পুত্র। জানা যায় সাব্রুম মহকুমার রূপাইছড়ির বাসিন্দা বীরচন্দ্র মনু থেকে টি আর ০৮ ৮৬৬৪ নাম্বারের বাইকে করে হোটেলে ভাত খাবার জন্য পিতা ও পুত্র শান্তিরবাজারের দিকে রওনা হয়।

এরই মধ্যে চরনপাই বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এসে একটি বিপরীতমুখী মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বাইকের। বাইকে থাকা দুইজন রাস্তায় ছিটকে পরে যায়। গুরুতর আহত হয় পিতা পুত্র। আহত দুই ব্যক্তি হলো তুইছান মগ ও তাঁর সাত বছরের ছেলে কেউছিং মগ। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা গিয়ে আহত দুই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসে। বর্তমানে দুইজন শান্তিরবাজার জেলাহাসপাতলে চিকিৎসারত অবস্থায় আছে।

## বিকল্প জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা, দুর্ভোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ আগস্ট।।** সীমান্তবর্তী আসাম আগরতলা২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়ক কুকিথল চান্দক্ষীরা ভায়া কাঠালতলী হয়ে সাব্রুম সড়কটির বেহাল দশা। বিশেষ করে ত্রিপুরা সীমান্তের ঝেরঝেরী থেকে প্রেমতলা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিঃমিঃ রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তার উপর পুকুর সমতুল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত।দপ্তরের উদাসীনতার ফলে মরণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দিনভর নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যব্যাপী মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মবার্ষিকী পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** রাজ্যের প্রসিদ্ধ চা বাংলাদেশে রপ্তানী করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও হয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্ক'তিক সন্ধ্যার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং ট্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থা। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তিনি তার স্বল্পকালীন শাসন কালের মধ্যেই ত্রিপুরার প্রথম বিমানবন্দর, ব্যাংক, শিল্প এবং স্কুল কলেজ স্থাপন করেছিলেন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকে তাহলে সে যেকোন কাজ সফলভাবে করতে পারে। এর প্রক'ত উদাহরণ হল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার রাজা মহারাজারা প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের উন্নয়নেই তারা কাজ করে গেছেন। বিগত সরকার যদি ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের আদর্শকে অনুসরণ করে রাজ্যকে পরিচালনা করতেন তাহলে ত্রিপুরা অনেক আগেই মডেল রাজ্যে পরিণত হতে পারত। বর্তমান সরকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের আধুনিক ত্রিপুরার গঠনের স্বপকে বাস্তবায়ণ করার লক্ষ্যেই কাজ করছে। তিনি বলেন, কোনো রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে রাজ্যের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ, যা বিগত সরকারের আমলে ছিল মাত্র ৯.৮ শতাংশ। রাজ্যের বেকারদের স্বরোজগারী হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক থেকেও অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যের সি ডি রেশিও ৪৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬ শতাংশে পৌছেছে। স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। পাশাপাশি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারী চাকুরী প্রদান প্রক্রিয়াও চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ও 'সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস' এই দুটি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে অটল জলধারা মিশন নামে একটি প্রকল্প চালু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## খারিফ মরশুমে ৩০ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ।।** খারিফ মরশুমে ৩০ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ১ নভেম্বর থেকে খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু করবে।

সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫৫০১ জন কৃষকের কাছ থেকে ১০৪০৫ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। প্রতি কুইন্টাল ১৭৫০ টাকা দরে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সরাসরি কৃষকদের একাউন্টে পৌছে গেছে। তাতে রাজ্য সরকার ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজ্য সরকার ৮৬১৮ জন কৃষকের কাছ থেকে ১৬৮৯০ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করেছে। তাতে ২৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। রাজ্য সরকার ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়েছে বলে জানান শ্রীনাথ।

তাঁর কথায়, রাজ্যে ১৮০৯ টি রেশন শপে ই-রেশনিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ৬২ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে। তিনি জানান, ওই ভুয়ো রেশন কার্ডের কারণে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ভোক্তার নামে রেশন বরাদ্দ হত। তাতে, ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হত। সাথে তিনি যোগ করেন, খাদ্য দপ্তর জানুয়ারি থেকে মশুরি ডাল এবং এপ্রিল থেকে ২৩ কিলো দরে চিনি রেশনে সরবরাহ করছে।

এদিন তিনি জানান, রাজ্য সরকার রেশনের মাধ্যমে সরিষার তেল সরবরাহের পরিকল্পনা করছে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে রেশন গুলিতে সরিষার তেল সরবরাহে ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, ৩টি জেলায় ২ হাজার মেট্রিকটন গোদাম, স্মার্ট রেশন কার্ড এবং পুর এলাকায় মর্ডেল রেশন শপ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিকে, রেশনশপ ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও দাবি করেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অধিক মাত্রায় ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** আরও বেশী পরিমাণে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড। বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য্য সোমবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা তথা পিএমইজিপি প্রকল্পে কমপক্ষে তিনশ সুবিধাভোগীকে ছয় কোটি টাকা ঋণ দেবে খাদি বোর্ড চলতি অর্থবছরে। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের অর্থনৈতক অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ঋণ দেবে বোর্ড। বেশী সংখ্যায় যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য খাদি বোর্ড উদ্যোগপতিদের ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবার ত্রিপুরা খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ডের বোর্ড অব ডিরেক্টর এর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিভাবে উদ্যোগপতি এবং কৃষকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর গেলেন ঢাকা

**।। মনির হোসেন।। ঢাকা, আগষ্ট ১৯।।** তিন দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।সাড়ে তিন মাস আগে নরেন্দ্র মোদীর নতুন সরকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর এটাই তার প্রথম বাংলাদেশ সফর।

এর আগে ভারতের পররাষ্ট্র ঢাকায় পৌঁছার পর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জয়শঙ্করকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন।নয়া দিল্লি থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফাইটে ঢাকায় রওনা হন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে এই সফরের কার্যক্রম শুরু করবেন জয়শঙ্কর।ধানমণ্ডি থেকে তিনি যাবেন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা যমুনায়; ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কদমতলায় দুই লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার, আটক গৃহিণী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ আগস্ট।।** অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার অন্তর্গত চল্লিশধন এলাকায় রবিবার গভীর রাতে পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার নেশাদ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে এক গৃহিণীকে আটক করেছে পুলিশ।

কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার সোমবার এই খবর দিয়ে জানান, নির্ভরযোগ্য এক তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে এসআই অপু দাস, ২৯ আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সুখরাজ, উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশের বিশাল দল নিয়ে তিনি চল্লিশধন গ্রামের বাসিন্দা জনৈক নুরুল হুসেনের বাড়িতে তল্লাশি আভিযান চালান তাঁরা। ওই অভিযানে নুরুলের ঘর থেকে ১৬০টি ছোট কৌটা ও একটি বড় কন্টেনার থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেন তাঁরা। ওই ছোট কৌটাগুলিতে ছিল ৭ গ্রামের বেশি এবং বড় কন্টেনারে মজুত ছিল ২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। মোট ৯ গ্রামের বেশি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশের অভিযানকারী দল। উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। তিনি জানান, পুলিশি হানার খবর পেয়ে মূল নেশা কারবারি নুরুল গা ঢাকা দিয়ে দেয়। তবে তার বছর ২৭-এর স্ত্রী মমতাজ বেগম (ছদ্মনাম)-কে ধরে এনেছেন অভিযানকারীরা।

ওসি সরকার জানান, উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কাছে খবর আসে, কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চল্লিশধন গ্রামের বাসিন্দা জনৈক শরাফত আলির ছেলে নুরুল হুসেনের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার মজুত রয়েছে। পুলিশ সুপারের নির্দেশে গতকাল গভীর রাতে ওই গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালান তাঁরা। তিনি জানান, ঘটনা সংক্রান্ত এনডিপিএস আইনের ২২(বি) ধারায় ৪৯/১৯ নম্বরে এক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুলিশ অফিসার সাহা জানিয়েছেন, আজ ধৃত মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে কদমতলা হাসপাতালে। আজই তাকে ধর্মনগর বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে।

## আগরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্ক ঃ দ্রুত কাজ শেষ করতে নির্মাণ সংস্থাকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** আখাউড়া রেল লিঙ্ক প্রজেক্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত দু'টি সংস্থা ইরকন ও ট্যাক্সমাকো রেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তাঁদের আগরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্কের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রতিনিধি দলের নেতা ইরকন সংস্থার অধিকর্তা যোগেশ মিশ্র মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে জানান, ২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্ক প্রজেক্টের কাজের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল।এই প্রকল্পে আগরতলার বাধারঘাট থেকে নিশ্চিন্তপুর (ভারতীয় ভূখণ্ড), নিশ্চিন্তপুর থেকে



গঙ্গাসাগর পর্যন্ত (বাংলাদেশ ভূখণ্ড) রেলপথ তৈরির উদ্যোগ চলছে। এজন্য ভারতের অভ্যন্তরে ৫৪৬ কিলোমিটার রেল লিঙ্ক তৈরির জন্য ভারত সরকারের ডোনারমন্ত্রক ৫৮০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৬৫৭ কিলোমিটার রেল লিঙ্ক তৈরির জন্য বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৩৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বর্তমানে উভয় দেশেই এই রেল লিঙ্ক তৈরির কাজ চলছে। আগামী ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই প্রজেক্ট সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছে।

আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নির্দিষ্ট সময়ের আগে এই প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্য, কিছুদিন পর পর এই কাজের পর্যালোচনা করুন । তাতে কোনও সমস্যা হলে ত্রিপুরা সরকারকে জানান । রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে, আশ্বাস দেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ।

এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইরকন সংস্থার অধিকর্তা (ওয়ার্কস) যোগেশ মিশ্র, এজিএম (সিভিল) রমন সিংলা, ট্যাক্সমাকো রেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের এমডি সন্দীপ ফুল্লার ও চিফ অপারেটিং অফিসার জিতেন্দ্র কুমার জৈন । আলোচনাকালে মুখ্যসচিব ড় ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং পরিবহণ দফতরের প্রধানসচিব এল এইচ ডার্লং উপস্থিত ছিলেন ।

## কুড়ি বছর ধরে নিয়োগ নেই, চাকরির দাবীতে ধরনা হোমিও ডিগ্রিধারীদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** চাকরির দাবিতে ধরনা কর্মসূচি পালন করলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা। টানা ২০ বছর চিকিৎসক নিয়োগ হচ্ছে না, এমন-কি শূন্যপদ পূরণ করছে না ত্রিপুরা সরকার। তাই, অনির্দিষ্টকালের ধরনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হোমিও চিকিৎসকরা। কিন্তু পুলিশের অনুমতি না মেলায় আজ বিকেল পর্যন্ত ধরনা প্রদর্শন করেন তাঁরা, জানালেন অল ত্রিপুরা বিএইচএমএস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডা. দীপঙ্কর পাল। তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো চিকিৎসকে ছেয়ে গিয়েছে গোটা ত্রিপুরা। অথচ, রাজ্য সরকার সঠিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনও উদ্যোগই নিচ্ছে না। তাই আজ ধরনা তুলে নেওয়া হলেও, দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবা ত্রিপুরায় মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছে। কারণ, সরকারি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম চিকিৎসক রয়েছেন। এই দাবি তুলে সংগঠনের সম্পাদক ডা. দীপঙ্কর পাল বলেন, ২০০০ সাল থেকে ত্রিপুরায় কোনও হোমিও চিকিৎসক নিয়োগ করা হচ্ছে না। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে কিছু সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ করা হলেও, গত কয়েক বছর ধরে কোনও নিয়োগ হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হলেও, কোনও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় হোমিও চিকিৎসকের ৫৮টি শূন্যপদ রয়েছে। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে ওই শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না। উপরন্তু, গত কয়েকবছরে বেশ কয়েকজন হোমিও চিকিৎসক অবসরে যাওয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় ৩৬০ জন বেকার ডিগ্রিধারী হোমিও চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শুধু আগরতলায় রয়েছেন ১৫০ জন হোমিও চিকিৎসক। তাঁদের কর্মসংস্থানের কোনও উপায় বের হচ্ছে না। তার বদলে প্রতি বছরই সরকারি কিংবা বেসরকারি কলেজ থেকে হোমিওপ্যাথি ডিগ্রিধারী চিকিৎসক পাশ করে বের হচ্ছেন।

ডা. পাল বলেন, এই সমস্যাগুলি নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিকবার ত্রিপুরা সরকারের সাথে আলোচনা হয়েছে। শূন্যপদ পূরণে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপিতে গেলেন নক্ষত্র, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আইপিএফটি-তিপ্রাহা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আইপিএফটি-তিপ্রাহা । দলের সাধারণ সম্পাদক নক্ষত্র জমাতিয়া সোমবার বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। খুবই শীঘ্রই বিরাট সমাবেশের মধ্য দিয়ে ওই দলের সমস্ত কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দ বিজেপি-তে যোগ দেবেন । আজ তাই প্রতীকী হিসেবে নক্ষত্রবাবু যোগ দিয়েছেন, জানান প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য। দীর্ঘদিন ধরেই আইপিএফটি-তিপ্রাহা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলটি বিজেপি-তে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল । উপজাতিভিত্তিক এই রাজনৈতিক দল জাতীয় দলের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করছিল । সে-ক্ষেত্রে দলের সমস্ত কর্মকর্তা এবং নেতৃবৃন্দকে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছিল ।

আজ প্রদেশ বিজেপি জনজাতি মোর্চার সভাপতি তথা সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা বলেন, আইপিএফটি-তিপ্রাহার সাধারণ সম্পাদক নক্ষত্র ত্রিপুরা সাথে আরও দুজন কর্মকর্তাকে নিয়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, খুব শীঘ্রই দলের অন্যান্য কর্মকর্তারাও বিজেপি-তে যোগ দেবেন।

প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্যের কথায়, আজ সারা রাজ্যে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের ১১১-তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই পুণ্য লগ্ন প্রতীকী হিসেবে আইপিএফটি-তিপ্রাহার সাধারণ সম্পাদক বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই অমরপুরে বিরাট জনসভার মাধ্যমে দলের সমস্ত কর্মকর্তা বিজেপি-তে যোগ দেবেন।

এদিন আইপিএফটি-তিপ্রাহার সাধারণ সম্পাদক নক্ষত্র জমাতিয়া বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২২৪ ◻ ২০ আগস্ট
২০১৯ ইং ◻ ২ ভাদ্র ◻◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## ব্যতিক্রমি আন্দোলন

দেশের যে কোনও দুর্যোগে এক সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে বিশাল দায়িত্ব পালন করিতে দেখা গিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও দেখা গিয়াছে এই ছাত্রছাত্রীরাই বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হইত। আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িত। সেখানে কোনও রাজনীতির রঙ ছিল না। কোনও রাজনৈতিক দলও ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে রাজনীতির ছড়াইবার চেষ্টা করিত না। ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনের প্রতি সমাজের সব অংশের মানুষের আগ্রহ ও সমর্থন লক্ষ্য করা যাইত। কিন্তু ক্রমেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হইতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির অঙ্গনে টানিয়া আনার চেষ্টা চলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অধীনে ছাত্র সংগঠন গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হয়। এই ত্রিপুরাতেও দীর্ঘসময় ছাত্রছাত্রীরা কোনও রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে না গিয়া আন্দোলন ইত্যাদি চালাইয়া গিয়াছে। একসময়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা নিশীথ দাস আজও শহর আগরতলায় এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি ত্রিপুরার ছাত্র ঐক্যের জবরদস্ত নেতা ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই রাজনীতির গ্রামে ত্রিপুরা সহ সারা দেশেই ছাত্রছাত্রীরা আর নিজস্ব সত্ত্বা ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আশ্রিত হইয়া গেল ছাত্রছাত্রীরা। আর এজন্যই ছাত্রছাত্রীদের পৃথক সত্ত্বা কার্য্যত রহিল না। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি কোনও না কোনও দলের পরিচিতি নিয়াই সংগঠন বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। সোজা কথায়, ছাত্রছাত্রীরা নিজস্বতা হারাইয়া রাজনৈতিক দলের জয়গানে নামিয়া পড়িলেন। ফলে, রাজনৈতিক সুবিধাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলের লাভালাভকেই প্রাধান্য দিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্রছাত্রীরাই নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে। কার্য্যত ছাত্র ঐক্যের ইতিহাস ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। এখন ছাত্রছাত্রীরা রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলী হেলনেই চালিত হয়।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও যে,ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগিদ সত্যিই কি সমাজ জীবনকে আশায় বুক বাঁধিতে সাহায্য করিবে? সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রাজপথে মোমবাতি মিছিল করিয়াছে। এই ঘটনা কি আমাদের মনে সামান্য আশাও জাগাইল না? ধর্ষণ যখন মহামারি ব্যাধির মতো গোটা সমাজ জীবনকে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিকে নিয়া যাইতেছে, তখনও আমরা যেন কেমন অসহায়ত্ব প্রকাশ করি? ধর্ষণের ঘটনায় গোটা বিশ্বে ভারতের স্থান তিন নম্বরে। এই শহর আগরতলার কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই ধর্ষণের বিরুদ্ধে সরব হইয়াছে। 'ব্ল্যাক মার্চ ইউনিয়ন' নাম দিয়া রবিবার সন্ধ্যায় তাহারা আগরতলায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া মিছিল করে। নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়াইবার অঙ্গীকার নিয়া জ্বালাইয়াছে মোমবাতি। এই মিছিলে অংশ নিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন, প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, সেন্ট পলস, ভারতীয় বিদ্যাভবন, হিন্দী হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, ডনবসকো, মডার্ন স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। এই মিছিল খুব স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে নতুন আশার আলো জ্বালাইতে সহায়ক ভূমিকা নিবে বলা যায়। আজকের রাজনীতির করাল ছায়া যেখানে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা এভাবে একটি অরাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ঘটনা জনমনে সত্যিই আশা জাগাইতে পারে। প্রতিনিয়ত, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণের মর্মান্তিক ঘটনা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ভয়ানক অবক্ষয় হইতে মুক্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় আন্দোলন সুফল আনিতে পারে। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নহে সমাজের সব অংশের মানুষকে আজ এই আন্দোলনে সামিল হইতে হইবে। ত্রিপুরার রাজধানীর কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পথ দেখাইল। তাহাদের ব্যতিক্রমী আন্দোলন আশা জাগাইয়াছে। সব হারানোর মাঝেও যেন পাওয়ার আশা। এই ছাত্রছাত্রীরা যে নজীর ও ইতিহাস রচনা করিয়াছে দিকে দিকেই সেই বার্তাই ছড়াইয়া দিতে হইবে।

## কাবুলে একটি বিয়েবাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত কমপক্ষে ৪০, জখম শতাধিক

কাবুল, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : ফের বিস্ফোরণ আফগানিস্তানে। রাজধানী কাবুলে একটি বিয়েবাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৪০ জন। এছাড়াও আহতের সংখ্যা ১০০-রও বেশি।

শনিবারের ব্যস্ত রাতে পশ্চিম কাবুলে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই বিস্ফোরণের দায় কেউ স্বীকার করেনি। এর আগে, গত ৭ আগস্ট সকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় কাবুলে। আহত হয় প্রায় ৯৫ জন। গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ভরে যায়। কাছেপিঠের দোকানগুলির কাচ ভেঙে টুকরে টুকরো হয়ে যায়। জানা যায়, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ কাবুলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৯৫ জনের আহত হয়। গত ৩১ জুলাই, হেরাট-কান্দাহার হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ৩৪ জনের প্রাণ যায়। ৩১ জুলাই বুধবার হেরাট-কান্দাহার হাইওয়েতে ভয়ঙ্কর এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই অনেকে নিহত হন। আহতের সংখ্যাও অনেক।

এভাবেই বারবার বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত, আতঙ্কিত কাবুলবাসী। শনিবারের এই বিস্ফোরণের পিছনের উদ্দেশ্য কী তা এখনও স্পষ্ট নয়।

## হরিয়ানার কংগ্রেস মুখপাত্র বিকাশ চৌধুরি খুনের ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত

ফরিদাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : হরিয়ানার কংগ্রেস মুখপাত্র বিকাশ চৌধুরি খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে দুবাইয়ে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার দিল্লি পুলিশ ও ফরিদাবাদ পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। ধৃত কৌশলই এই খুনের মাস্টারমাইন্ড বলে পুলিশের দাবি।

গত ২৭ জুন ফরিদাবাদে আততায়ীরা গুলি করে হরিয়ানা কংগ্রেসের মুখপাত্র বিকাশ চৌধুরিকে। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ফরিদাবাদে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল বন্দুকবাজেরা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত কৌশল হরিয়ানার কুখ্যাত গ্যাংস্টার। তার মাথার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। এই খুনের সঙ্গে কৌশলের স্ত্রী রোশনি, তার বাড়ির পরিচারক নরেশও জড়িত রয়েছে। কংগ্রেস নেতাকে খুনে এরাই আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দিয়েছিল দুই দুষ্কৃতী বিকাশ ওরফে ভাল্লা ও সচিনকে।

## নদী থেকে উদ্ধার নিখোঁজ বিজেপি নেতার মৃতদেহ

কাকদ্বীপ, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ থাকা বিজেপির সংখ্যলঘু নেতা কাদের মোল্লার দেহ পাওয়া গেল কালনাগিনী নদী থেকে। রবিবার সকালে কালনাগিনী নদীতে মাছ ধরার সময় জেলেদের জালে ওঠে কাদেরের দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির দাবি খুন করা হয়েছে কাদেরকে।

বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার মণ্ডল সভাপতি কাদের মোল্লাকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছিলেন বলে দাবি করেছিল বিজেপি। এই ঘটনার পিছনে কাকদ্বীপ রবীন্দ্র অঞ্চলের, তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শাহাবুদ্দিন মোল্লা ও তার অনুগামীরা জড়িত বলেই দাবি বিজেপির। কাদেরকে খুন করে দেহ লোপাটের জন্য নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা যাচ্ছে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

রবীন্দ্র অঞ্চলে বিজেপি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে ওঠাতে, এখানকার একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে থাকা সাহাবুদ্দিন এর মাথা ব্যাথা শুরু হয়েছে। তাই বিজেপির শক্তি কমাতে কাদেরকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি এলাকার বিজেপি নেতৃত্বের।

# সবরিমালা ঃ তান্ত্রিক বিধিনিষেধ, লিঙ্গবৈষম্য নয়

**পরমেশ্বর মধু**

ভারতীয় উপ মহাদেশের বিভিন্ন মন্দিরগুলি পুরকালের মহর্ষিদের সৃষ্ট তান্ত্রিক বিধিবিধান আধারিত। আজও পরিচালিত হয়। এবং সেসব মন্দিরের বিগ্রহের পুজার্চনাও সেসব তন্ত্র ভিত্তিক. এগুলি হল তি ব্বতী. কেরলীয়, কাশ্মীরি ও ব ঙ্গদেশীয়। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মিল রয়েছে অনেকেই। এই তান্ত্রিক পদ্ধতির ধর্মাচরণ অগম শাস্ত্রের অঙ্গ রূপে প রিচিত যা হিন্দু ধর্মে বর্ণিত ছটি শাস্ত্রের মধ্যে একটি। কেরলীয় তন্ত্রের কিছু বিশেষ রীতিনীতি রয়েছে যা অন্যান্য আঞ্চলিক তন্ত্রপথের থেকে আলাদা। এই বিশেষত্বের কারণ হিসাবে এই ভূভাগের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকেই প্রধানত চিহ্নিত করা হয়। এই এলাকায় হাবাইরের লোকেদের আসা যাওয়া চলে শুধুমাত্র কিছু সংকীর্ণ পথেই যা চুরামস। (পশ্চিমঘাট পর্বতের ছোট্ট গুহাপথ) নামে পরিচিত। তার উপর বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পূজারি গোষ্ঠীর মতানুযায়ী এলাকাভিত্তিক কিছু বিবিধতা কেরলীয় তন্ত্রে জন্ম নেয়।

বিগ্রহের কিছু বি শিষ্ট প্রকার।। তান্ত্রিক পদ্ধতির অগম প্রথা ও নিয়ামবলি বৈদিক রীতিনীতির সংকল্প ও পদ্ধতির থেকে কিছুটা আলাদা মূলত যজ্ঞ, হোম ও যজ্ঞের বেদীতে উৎসর্গীকরণের মাধ্যমে ইষ্ট দেবতার স্তুতি করাই হ বৈদিক পদ্ধতি। উপাসনাকারীরা ওই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে দেবতার আশীর্বাদ কামনা করেন বৃষ্টি, শস্যের ভালো ফলন, সকলের সুস্বাস্থ্য ও আরোগের জন্য। তবে তান্ত্রিক মন্দিরগুলি পুরোপুরি বি গ্রহ কেন্দ্রিক। দেবতার আরাধনা পদ্ধতি অনেক বিস্তারিত ও কিছু নিয়ম কেন্দ্রিক। প্রথমে দেবতার মূর্তি নির্মাণ, তারপর সে মূর্তিকে এক সর্বসম্মত পবিত্রস্থানে অধিষিটত করা, তারপর তন্ত্রী তথা প্রধান পুরোহিত দ্বারা প্রাণিক সক্তি দিয়ে সে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, তাকে বি গ্রহ রূপে অধিষ্ঠিত করেন, তখন সে বিগ্রহ দেবতারূপে প্রতিপন্ন হন ও তার নামকরণ হয় এবং তন্ত্রী তথা প্রধান পুরোহিত দেবতার জনক হিবে চিহ্নিত হন চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, ।তন্ত্রী তাই সে দবেতার বিগ্রহকে নিজের সন্তানের ন্যায় দৈনন্দিন কার্যকলাপ— যেমন ঘুম থেকে জাগরণ, দেহের শুদ্ধিকরণ, স্নান, ভোজন, বস্ত্র পরিধান, সাজসজ্জা, এমনকি গান গেয়ে শয়ন ও ঘুম পাড়ানো--- দ্বসবই যত্ন সহকারে করান। যথোপযুক্ত বিধি নিয়ম ও নিষ্ঠা সহকারে স্তুতি ও স্তবগানের মাধ্যমে বিগ্রহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবতার আরাধনা ও উপাসনা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ওই বিভিন্ন আরাধনা পদ্ধতি অনুযায়ী, ভিন্ন হয়। যেমন ভগবান শিব দেবতা হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ রূপে, যেমন মৃত্যুঞ্জয়, অঘোর, উমেশ, মহেশ্বর, দক্ষিণামূর্তি ইত্যাদি নামে পূজিত হন।

আধ্যাত্মিকভাবে দৈবানুভূতি আত্মস্থ করার পদ্ধতি বিভিন্ন পূজারি বিভিন্ন হলেও মুদ্রা ও মন্ত্রই কেরলীয় তন্ত্রে প্রধান। শৈব, বৈষ্ণব, ও শাক্ত মতের ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে।

বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্ব এতটাই গোপন রাখা হয় যে, কেবল মাত্র প্রধান পূজারি তথা তন্ত্রীই আত্মস্থকরণ ও ধ্যানের মাধ্যমে দেবতার দেবত্ব আরোপ ও মূর্তির বিগ্রহ হেয় ওঠাকে কার্যকরী করেন যাতে সামান্য মূর্তি ভাব জ্ঞানে দেবতা হিসাবে প্রতিপন্ন হন। প্রধান পুরোহিত মূলাধার মন্ত্রের দ্বারা দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও তা কেসন্তুষ্ট করার জন্য তার পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বিধিপালন তথা বিশেষ পূজার আয়োজন করে থাকেন।

দেবতা এক আইনী সভা।। কেরলে দেবতাকে এক আইনী সত্তা দেয়া হয়েছে এবং দেবতাকে সেখানে নাবালক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর কোচিন দেশীয় রাজ্য এবং ভারত সরকারের মধ্যে পুরাতন চুক্তি অনুযায়ী। হিন্দু রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার আচরণের সংরক্ষণের জন্য দেশের স্বাধীনতার সময় ভারতে বিলীন হ ওয়ার আগে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন দেশীয় রাজ্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেবাস্যম বোর্ড গঠনের দাবি রাখে। তখন সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এই বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালনা করে থাকে। দেবতাকে নাবালক হিসেবে আইনের মধ্যে এজন্য রাখা হয় কারণ ভারতীয় আইন অনুযায়ী নাবালকরা কোনও প্রকার সম্পত্তির কেনাবেচা ও অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারে না এবং এভাবেই যাতে কেরালার মন্দিরের সম্পদ ও সম্পত্তি কেউ নাবালক দেবতার থেকে হাতিয়ে নিতে বা কিনে নিতে না পারে।

কেরলাতে মন্দির ও দবালয়ের সুচিতা ও পবিত্রতার মানরক্ষার জ্য তন্ত্রসাধনার নিয়ামবলি অনুসারে কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা পালন করা হয়। বিভিন্ন মন্দির দর্শনের জন্য ভক্তদের কঠোর ভাবে সেব মন্দিরের নিয়মকানুন ও পবিত্রতার আচারবিধি পুংখানুপুংখভাবে পালন করতে হয়। যেমন মন্দিরের প্রাঙ্গণে শরীরের ঘাম ছাড়া কোনও প্রকার শারীরিক ও জৈবিক তরল পদার্থ নিঃসরণকে অপবিত্র মানা হয় যদি ওই প্রথার কোনও অমান্য হয় তাহলে তার প্রতিকার বশত প্রধান পুরোহিতের নির্দেশিত ব্যবস্থা অনুযায়ী শুদ্ধিকরণ করতে হয়। মন্দিরের দেবতা নাবালক হলেও তার সমস্ত অধিকার কেবীকৃতি দিতেই এই নিয়ম পালন।

তান্ত্রিক বিধিনিষেধ, লিঙ্গবৈষম্য নয়।। সবরিমালা মন্দিরে বিশেষ ব য়সের নারীদের প্রবেশ নিষেধের পেছনে কোনও প্রকার লিঙ্গবৈষম্য বা ভেদাভেদ নেই , বরং রয়েছে সেসব তান্ত্রিক পদ্ধতির বিধি নিষেধ। কারণ স বরিমালা মন্দিরে বিগ্রহ স্বামী আইয়াপ্পা হিসাবে পূজিত হন। কথিত আছে যে আইয়াপ্পা নামক এক স্থানীয় বীর পান্ডালম রাজত্ব ও তার প্রজাদের বহিরাগত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। যুদ্ধে সাফল্য লাভ করায় নিজের প্রার্থনা অনুযায়ী তিনি সবরিমালা মন্দিরের ষষ্ঠ বিগ্রহের সঙ্গে মিশে যান। এই ঘটনা অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বে ঘটে। বিগ্রহ এখানে চির ব্রহ্মচারী হিসাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তাই বিশেষ বয়সের মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ এই মন্দিরে। এর তথ্যভিত্তিক নথিপত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় নামক দুই ব্রিটিশ স্থাপত্যকারের লেখায় যা ১৮৯০ সালে ত্রিবাঙ্কুর সার্ভে ম্যানুয়েলে প্রকাশিত হয়। তাতে বলা আছে, তারা তখন থেকেই ওই মন্দিরে কোনও কমব য়সী নারীকে প্রবেশ করতে দেখেননি। এই মন্দির ধীরে ধীরে ক্রমাগত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে মালাবার ও কোচিনের মতো রাজ্যের অন্যান্য অংশেও। এই মন্দিরে দেবতার চির ব্রহ্মচর্য পালনের বিশ্বাস আজও অটুট রয়েছে। যদিও মন্দিরটি এখন সব ধর্মের বিবাসীদের কাছে এক আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও এরকম কিছু কঠোর তান্ত্রিক বি ধিনিষেদ নিয়ে চলা আরও কয়েকটি বিখ্যাত ষষ্ঠ মন্দির পন্ডালম অঞ্চলের কাছাকাছি রয়েছে। দক্ষিণ কেরলে বিখ্যাত মন্দিরগুলি। তান্ত্রিক বিধিনিষেধ শুধুমাত্র পুরুষদের সুবিধা করে দিয়েছে এমন মোটেই নয়. বরং তিরুবনন্তপুরমের আট্টুকুল মন্দিরে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পুরুষদের উপরই। উৎসবের দিনগুলিতে এখানে শুধুমাত্র মহিলাদের ঢুকতে দেয়া হয়। এরকম অনেক মন্দিরও আছে যেখানে মহিলা পুরোহিতরা তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্দিরের বিগ্রহের পূজা করেন। যেমন আলেপ্পী জেলার মন্নরশালা নাগ মন্দির যেখানে পুরুষের প্রবেশ নিধে। তাই দ্বসবরিমালা মন্দিরে শিষ হাবসেষ বয়সের মহিলাদের প্রবেশ নিধের পেছনে প্রাচীন তন্ত্রসাধনার বি ধিনিষেদ রয়েছে যা বিগ্রহের পবিত্রতা রক্ষার বিশে ষ চাহিদা অনুসারেই। এর পেছনে লিঙ্গবৈষম্যের কোনও প্রশ্নই অবান্তর। তাই ভ ারতের এই বিবিধতা ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে সম্মান করাই বিধেয়।

**সৌজন্যে— নবোত্থান)**

# তামিলনাড়ুর যেখানে হয় হিন্দুমতে খ্রিস্টোপাসনা

**সোমনাথ নন্দী**

ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রবেশ ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে পুর্তগিজ ধর্মযাজকরাই ছিলেন ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় এদেশেও গির্জা সংস্কৃতি বিস্তৃত হ য় ব্যাপকভাবে। সাধারণত গির্জাগুলি ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্যের অনুসারী। কিন্তু তামিলনাড়ুর বেলাঙ্গিনি গির্জার আচারপদ্ধতির মধ্যে দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়ে চলেছে ভ ারতের নিজস্ব কৃষ্টির সঙ্গে ক্যাথলিক পন্থার বিস্ময়কর মেলবন্ধনের ধারা। উৎস যার কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ।

প্রথম ঘটনা ক ১ ৫৬০ সালের পটভূমিতে। বেলাঙ্কিনি বা বেলাঙ্গিনি তখন তামিলনাড়ুর এক গন্ডগ্রাম। গ্রামের এক রাখাল প্রতিদিনের মতো মেষের পাল নিয়ে চরাতে বেরিয়েছিল কাকভোরে. সঙ্গে বড় পাত্রে দুধ। সারাদিনের খোরাক। চারণভূমির গ্রামে শেষপ্রান্তে। প্রতিদিনই ভেড়াগুলিকে ইচ্ছে মতো চরতে দিয়ে উঁচু একটি টিলায় বসে সে সতর্কভাবে নজর রাখল তাদের ওপরে। ব্যতিক্রম সেদিনও ছিল না। মাঝে সে একবার ডুবে যায় স্মৃতির অতলে।

ভেসে ওঠে নবছরের স্বল্পপরিসরের জীবনে নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতি। দারিদ্র্যমানুষের জীবনকে কতটা ওলটপালট করে দিতে পারে, ছোট্ট জীবনে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে ে স। বোধহয় বীভৎস স্মৃতিগুলি অবসন্ন করে তুলে তাকে। চোখের পাতাও ভারী হয়ে আসে মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ কানে আসে এক নারী কণ্ঠস্বর, একটু দুধ দেবে বাছা। কোলের ছেলেকে খাওয়াব। বড় ক্ষুধার্ত সে।

কথাগুলো কানে যেতেই সপ্রতিভ হয়ে ওঠে রাখাল বালক। সামনে দেখে এক বিদেশিনি মহিলাকে। সাক্ষাৎমাতৃরূপী। সারা অঙ্গে যেমন লাবণ্য তেমনি করুণার ঢল। মহিলাকে সে গ্রামে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। আবার সে এক আবেদন, একটু দুধ দেবে? বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ ছেলেটি ঢেলে দেয় পাত্রের সব দুধ তাকে। যাবার সময় মহিলা বলে যায়, তিনি মাতা মেরি। শিশুপুত্র যিশুর জন্য তার এই দুধ সংগ্রহ।

দৃশ্যটি ছেলেটিকে এতই হতবাক করে দেয় যে সেদিনের মতো মেষ চড়ানো ব ন্ধ রেখে ফিরে যায় মনিবের বাড়ি তাড়াতাড়ি। খ্রিস্টভক্ত মানব শুনে পুলকিত হয়ে ওঠেন। গ্রামের সকলকে জানায় ঘটনার কথা। তারপর দ্বসকলে মিলে মাতা মেরি ও শিশু যি শুর দর্শনস্থলে গড়ে তোলে খড়ের ছাউনির এক উপাসনাগৃহ বা চ্যাপেল।

পরের ঘটনা এক পঙ্গু কিশোরের। সেও ওই স্থানে দর্শন পায় মাতা মেরির। তার কৃপায় অলৌকিকভাবে তার পঙ্গুত্ব মুক্তি ঘটে। সেও গ্রামবাসীদের জানায় মায়ের কৃপায় তার এই পঙ্গুত্ব মুক্তির ক থা। কয়েক বছর পর পর্ণকুটির রূপ নেয় স্থায়ী গির্জার। ১৬৪৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। বড় এক পর্তুগিজ জাহাজ ভ ারত মহাসাগরে দূরন্ত সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে। ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ প রায় ডুবে যাওয়ার মুখে।

বাঁচার আশায় জাহাজের ক্যাপ্টেন সহ নাবকিরা নতজানু হয়ে মা মেরির উদ্দেশ্যে প্রাণরক্ষার প্রার্থনা জানায়। অঙ্গীকার করে প্রাণে বাঁচলে তার (মেরি) জন্য জোড়া গির্জা বানিয়ে দেবে তারা। বিফলে যায়নি প্রার্থনা। আধঘন্টার মধ্যে থেমে যায় সে দুরন্ত ঝড়। প্রকৃতি শান্ত। জাহাজ তখন ঢেউয়ের ধাক্কায় পৌঁছেছে বঙ্গোপসাগরের বেলাঙ্গিনি উপকূলে। প্রতিশ্রুতি মতো জাহাজের নাবিকরা বেলাঙ্গিনি গির্জাকে নতুনভাবে নির্মাণ করে দেয় সে বছরেই বিশ্বের সেরা স্থাপত্য উপাদান দিয়ে। গির্জা নির্মাণের পর ফিরে যায় তারা স্বদেশে। কিন্তু বেলাঙ্গিনির স্মৃতি তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় না।

প্রতিবচর আগস্ট মাসে তারা বেলাঙ্গিনি আসত অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে। সঙ্গে আনত মাকে উৎসর্গের জন্য সেরা দ্রব্য সম্ভার। পুর্তগিজ নাবিকদের অলৌকিক রক্ষা পাওয়াকে কেন্দদর করে প্রতিবছর ২৯ আগস্ট থেকে ৮সেপ্টেম্বর থেকে ১১ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট উৎসব। দেশ বিদেশ থেকে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের আগমনে বেলাঙ্গিনি শহর হয়ে ওঠে জমজমাট।

পীড়িত, মমুর্ষ মানুষেরা রোগমুক্তির আশায়। হৃদরোগীরা মানত করেন প্লাস্টার অফ প্যারিসের হৃদযন্ত্র। যক্ষ্মারোগীরা দেন রোগমুক্তির পর হলুদর ঙের ফুসফুসের রেপ্লিকা। বাস্তব হল সকলেরই রোগমুক্তি ঘটে মায়ের কৃপায়। চেন্নাই থেকে ৪৮০ কিমি ও ত্রিচি হতে ১৫৫ কিমি পূর্বে বেলাঙ্গিনির এই ক্যাথলিক গির্জার দীনদরিদ্রকে দান, সমুদ্রস্নানের পর মস্তকমুন্ডন, উৎসর্গের জন্য জুঁই ফুলের মালা ব্যবহার ইত্যাদি দৃশ্যগুলি দেশীয় খ্রিস্টভক্তদের মধ্যেবহুলভাবে দেখা যায়, বিদেশিরাও বাদ যায় না। সে কারণে ধর্মীয় রীতিনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মের এক অপূর্ব সঙ্গম চোখে পড়ে।

মা মেরির কাছে যেমন সাধারণ ভক্তরা আসেন, তেমনি আসেন আসার জন্য সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অগণিত ভক্ত উন্মুখ হয়ে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের হল ক্যাথলিক চার্চ হওয়া সত্ত্বেও চার্চের রক্ষণশীল পাদ্রিরা হিন্দুভক্তদের খ্রিস্ট রীতিনীতিতে আসক্ত করতে পারেননি। হিন্দু ভক্তরা তাদের দেশীয় মানসিকতা অনুযায়ীই শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছেন।

**(সৌজন্যে— নবোত্থান)**

# এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

## ভারতের সমস্যার সমাধান হয়েছে, বাংলাদেশের নয় : মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। ভারতের সঙ্গে মতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের 'সুসম্পর্ক' থাকলেও তিস্তার পানি বন্টনসহ অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের হওয়ার কোনো আশা দেখেন না বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বাংলাদেশ সফরে আসার আগে সোমবার দুপুরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।সোমবার রাতে তিনদিনের সফরে ঢাকায় আসার কথা রয়েছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের। সফরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপীয় বৈঠক করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও সাাৎ করবেন তিনি।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিএনপি মহাসচিব।জয়শঙ্করের এ সফরে 'খুব বেশি প্রত্যাশা নেই' জানিয়ে ফখরুল বলেন,আমরা গত ১০-১২ বছরে শুনলাম এই আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সুউচ্চ পর্যায়ে আছে, খুব ভালো পর্যায়ে আছে।এখন পর্যন্ত আমাদের তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা পাইনি, সীমান্তে হত্যা বন্ধ হয়নি, আমাদের বাণিজ্যে যে ঘাটতি রয়েছে, ইমব্যালেন্স রয়েছে সেটাকে পূরণ করবার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের কোনো সমস্যারই সমাধান হয়নি। যেটা হয়েছে ভারতের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়েছে। সেজন্যই আমরা খুব একটা আশাবাদী হতে পারছি না।

ত্রিপুরায় বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশের কাছে ভারতের জমি চাওয়ার বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন,পত্রিকায় খবর এসেছে। এই খবর আমরা গভীরভাবে পর্যবেণ করেছি। বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত এটাতে রাজি হয়নি। রাজি হওয়ার প্রশ্নই নেই। কারণ আমার দেশের জমি অন্য কাউকে দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টের ঘটনার সাথে জিয়াউর রহমানের যোগসাজশ ছিল বলে জাতীয় শোক দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, তারা দীর্ঘকাল ধরে এই ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। এটা ধ্রুবতারার মতো সত্য যে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি কোনো মতেই কোনো হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না- এটা ইতিহাস প্রমাণিত।

পাল্টা আওয়ামী লীগের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,জড়িত ছিলেন তাদের লোকেরা, যারা পরবর্তীতে সরকার গঠন করেছে এবং তার পরবর্তীতে পার্লামেন্টে গেছে, পার্লামেন্ট গঠন করেছে, তারাই এর সঙ্গে জড়িত।

কোরবানির পর পশুর চামড়া নিয়ে সঙ্কটে বিএনপি জড়িত বলে শিল্পমন্ত্রীর অভিযোগ নজরে আনা হলে ফখরুল বলেন,এরা তো কেউ দেশ চালাতে পারছে না, তারা ব্যর্থ হয়েছে। পার্লামেন্ট বলুন আর সরকার বলুন এখানে জনগণের কোনো প্রতিনিধিত্ব নাই। এই ধরনের অর্বাচীনের মতো কথাবার্তা বলা ছাড়া তাদের তো কিছু করার নাই। শ্রদ্ধা নিবেদনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, কেন্দ্রীয় নেতা শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ফজলুল হক মিলন, আজিজুল বারী হেলাল, মীর সরফত আলী সপু, তাবিথ আউয়াল, যুদলের সাইফুল আলম নিরব, মহানগর বিএনপির বজলুল বাসিত আনজু, স্বেচ্ছাসেবক দলের মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## বিএনপি বিশ্বদরবারে গেলে সবাই জানবে খালেদা দুর্নীতিবাজ : হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। দলীয় প্রধান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি নিয়ে বিএনপি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গেলে সেই পর্যায়েও সবাই তাকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে জানবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

সোমবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সভার শুরুতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ মন্তব্য করেন। আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম।

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাওয়ার কথা বলছে- সাংবাদিকদের এরকম প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, খালেদা জিয়ার শাস্তি হয়েছে দুর্নীতির দায়ে। এতিমের টাকা আত্মসাৎ করেছেন এই অভিযোগে খালেদা জিয়ার শাস্তি দিয়েছেন আদালত। নিম্ন আদালত পাঁচ বছর সাজা দিয়েলেন, সাধারণত উচ্চ আদালতে সাজা বাড়ে না, কিন্তু উচ্চ আদালতে খালেদা জিয়ার সাজা বেড়ে ১০ বছর হয়েছে।

খালেদা জিয়া এতিমের টাকা আত্মসাত করায় দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। এটা নিয়ে যদি বিএনপি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যায় তাহলে আন্তর্জাতিকভাবেও সবাই জানবে খালেদা জিয়া দুনীতি করেছেন, এতিমের টাকা আত্মসাত করেছেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, চামড়াশিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে শেখ হাসিনার সরকারের আমলেই। এখন এক কোটির বেশি পশু কোরবানি হয়। পরিবেশগত কারণে চট্টগ্রামের কিছু ট্যানারি স্থানান্তর করা হচ্ছে। কিছু ট্যানারি বন্ধ হয়ে গেছে। এই সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী চামড়ার দরপতন ঘটানোর জন্য সিন্ডিকেট করে। তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এটা করে। তবে যারা এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত সরকার তাদের খুঁজছে।

প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সভা প্রসঙ্গে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের কর্মসূচি ঠিক করা হবে আজকের এই সভায়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগকে নিয়ে তরুণদের ভাবনা নিয়ে আমরা কর্মশালা শুরু করেছি। এ ধরনের দু'টি কর্মশালা আমরা ঢাকা ও চট্টগ্রামে করেছি। অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও এ ধরনের কর্মশালা করা হবে। সেপ্টেম্বরে রাজশাহী ও সিলেটে করা হবে। এছাড়া আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলে কর্মসূচি ঠিক করা হবে এ সভায়।

এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এইচ টি ইমাম বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী, তাদের সমমনা, তাদের সন্তান ও দোসরেরা চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড ও গুজব বিস্তার করে যাচ্ছে। তারা এখনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, পরিবেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। এরা যেখানেই থাকুক, বিচারের আওতায় আনতে হবে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, প্রচার উপ-কমিটির সদস্য সুভাষ সিংহ রায়, আশরাফ সিদ্দিকী বিটু, তারিক সুজাত, কাশেম হুমায়ুন, এনামুল হক খসরু প্রমুখ।

## বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করতে কমিশন গঠন করা হবে : আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করতে একটি কমিশন গঠন করতে সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

তিনি বলেন, এই কমিশন হবে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কমিশন একটি গুরু দায়িত্ব পালন করবে।

ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ বৈঠকে বসে কমিশনের কর্মপরিধি নির্ধারনের পাশাপাশি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্য মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নিবেন।

আনিসুল হক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদৎ বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন উপলে সোমবার রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় সরকারি শিশু পরিবারের শিশুদের মধ্যে উন্নত খাবার পরিবেশনকালে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, আমার একার পে এই কমিশন গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়, ফলে আমি খুব শিগগির এই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলবো এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিব।

একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ও পলাতক আসামী তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আইন মন্ত্রী বলেন, সরকার এই মামলার পলাতক সকল আসামীকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, বিএনপি বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা যখনি মতায় এসেছে, তখনি দেশের প্লাণর্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তারা নিজামী ও মুজাহিদদের মতো লোকদেরকে মন্ত্রী বানিয়েছে। শাহআজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে। ইনডেমোনিটি অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এখন তারা বিদেশী শক্তির কাছে অভিযোগ করার হুমকি দিচ্ছে। এর আগে মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরন করতে শিশুদের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আইন বিচার ও সংসদ মন্ত্রনালয়ের আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারোয়ার এবং তেজগাওঁ সরকারি শিশু পরিবার ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

## বিএনপির রাজনীতির দুর্গন্ধ বিদেশেও ছড়াবে : তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি বিদেশের মাটিতে যদি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির ইস্যুটি তোলে তবে তাদের রাজনীতির দুর্গন্ধ বিদেশেও ছড়াবে।

সোমবার বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বেগম জিয়ার মুক্তির জন্য বিএনপি বিদেশীদের শরনাপন্ন হতে যাচ্ছে' এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।তিনি আরো বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত দুর্নীতির দায়ে বেগম জিয়াকে সাজা দিয়েছেন। তিনি কিভাবে এতিমদের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তা দেশবাসী জানে। এখন যদি তারা ইস্যুটিকে আন্তর্জাতিক মহলে নিয়ে যান, তবে বিশ্ববাসীও তা জানবে।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম ও আওয়ামী লীগের ডেপুটি প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।ড় হাছান বলেন, নিম্ন আদালত দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদন্ড দিয়েছিল। রায়ের পর বিএনপি উচ্চ আদালতে আপিল করলে আদালত তার সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদন্ড দেয়।এ সময় বিএনপি মহাসচিবের আওয়ামী লীগ চামড়াশিল্প ধ্বংস করে দিতে চায় এমন মন্তব্যের প্রতি সাংবাদিকরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন,চামড়াশিল্প নিয়েও বিএনপির অপরাজনীতি সফল হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে চামড়া রপ্তানি ৪০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

তিনি বলেন,দেশে গত দশ বছরের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানুষের ক্রয়মতা বৃদ্ধির কারণে পশু কুরবানী দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, আগের ৩০-৪০ ল পশুর জায়গায় এখন প্রায় ১ কোটি পশু কুরবানী হয়। সে তুলনায় ট্যানারির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেনি, যদিও অনেক চামড়াশিল্প প্রতিষ্ঠানের সমতা বেড়েছে।

হাছান বলেন,পরিবেশবান্ধবতা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতায় চট্টগ্রামসহ বেশকিছু স্থানে ট্যানারি বন্ধও হয়ে গেছে। এবারের ঈদে এ অবস্থারই সুযোগ নিতে চেয়েছিল কিছু মুনফালোভীরা। সেকারণেই চামড়ার দরপতন হয়। তিনি বলেন, বিএনপি চেয়েছিল এটা নিয়ে অপরাজনীতি করতে। কিন্তু তারা সফল হয়নি, সিন্ডিকেটের বিষয়টি পূর্ণ তদন্তে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। সরকার বিষয়টি তদন্ত করছে। এই ঘটনায় জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রচার উপকমিটির সদস্য সুভাষ সিংহ রায়, তারিক সুজাত, কাশেম হুমায়ুন, এনামুল হক খসরু। পরে এইচটি ইমামের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সাব কমিটির একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার একটি দুগ্ধ কোম্পানীর নতুন দুধের প্যাকেট বাজারজাত অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

## রোহিঙ্গাদের ফেরাতে বড় ভূমিকায় চীন: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগে মিয়ানমারের মিত্র হিসেবে পরিচিত চীনের 'বড় ভূমিকা' থাকছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম।তবে কবে থেকে প্রত্যাবাসন শুরু হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সোমবার তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এসব কথা বলেন।গত ১-৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরের সময় দেশটির সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে সহায়তার আশ্বাস মেলে।রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে ফেরানোর পরিবেশ তৈরিতে চীন মিয়ানমারকে রাজি করানোর পদপে নেবে বলে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চীনা প্রধানমন্ত্রী লি খ্য ছিয়াং।

ওই সময় শেখ হাসিনার সঙ্গে সাাতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত মিনিস্টার সান তাও তাদের দলের প থেকে মিয়ানমারের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার আশ্বাসও দেন।পরে চীনের প্রসিডেন্ট শি চিন পিংও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দ্রুত রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে গুরুত্ব দেন।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর নিয়ে মন্ত্রিপরিষদকে অবহিত করার বিষয়ে সচিব শফিউল বলেন,রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি দু'জনই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

তারা বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য যত রকমের সহযোগিতা দেওয়া দরকার তারা দিয়ে যাবে।মিয়ানমারকে বোঝানোর জন্য চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দুইবার পাঠানো হয়েছে। আরও যদি পাঠানোর প্রযোজন হয় পাঠাবেন এবং উনারা যত রকমের সাহায্য সহযোগিতা দরকার দেবে। আর ওখানে পরিবেশ তৈরির জন্যও সাহায্য করবে- এটা একটা বড় প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কী চীনের মধ্যস্থতায় হবে জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন,চীনের একটা বেশ বড় ভূমিকা আছে।

সম্প্রতি রয়টার্সের এক খবরে আগামী ২২ অগাস্ট রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর কথা বলা হয়। তবে রোববার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকও প্রত্যাবাসন কবে শুরু হবে তা জানাননি। যদিও রোববার দুপুরে কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে একটি জরুরি বৈঠকের পর চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার নূরুল আলম নেজামী ২২ অগাস্ট সামনে রেখে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ২২ অগাস্ট শুরু হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে সোমবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম বলেন,না, এটা মনে হয় এখনও ফাইনাল হয়নি। সেজন্য বলতে পারছি না।দুই বছর আগে মিয়ানমারের রাখাইনে সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

আগে থেকে ছিল আরও চার লাখ রোহিঙ্গা।এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের নিজ দেশে ফেরাতে দুই দেশের মধ্যে চুক্তিও হয়েছে, যার আলোকে গত বছর নভেম্বরে প্রত্যাবাসন শুরুর প্রস্তুতিও নিয়েছিল বাংলাদেশ।কিন্তু মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে রোহিঙ্গাদের মনে আস্থা না ফেরায় এবং তারা কেউ ফিরে যেতে রাজি না হওয়ায় সেই পরিকল্পনা ঝুলে যায়।

## মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাটের কচ্ছ, তীব্রতা ৪.২

আহমেদাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাটের কচ্ছ জেলার বিস্তীর্ণ অংশউ রিখাটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.২উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনউ গান্ধীনগরের ইন্সটিটিউট অফ সিসমোলজিক্যাল রিসার্চ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার দুপুর ২.৪৩ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় গুজরাটের কচ্ছ জেলায়উ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল কচ্ছ জেলার ভাচাউ থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে।

মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় আঞ্জার, গান্ধীধাম, ভাচাউ এবং রাপারেউ মৃদু ঝাঁকুনি অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনউ প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৮ জুলাই ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় কচ্ছ জেলায়।

## শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশের লাঠির প্রতিবাদে এবিভিপি

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : 'পার্শশিক্ষকদের ওপর নির্মম ও অমানবিক অত্যাচারের' প্রতিবাদ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। তাদের অভিযোগ, "গত শনিবার কল্যাণীতে ও শিক্ষকেরা তাদের কিছু দাবি প্রশাসনের সামনে তুলে ধরার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে টিএমসি-র দলদাস পুলিশ প্রশাসন রাতের অন্ধকারকে হাতিয়ার করে সেখানকার আলো নিভিয়ে আন্দোলনরতদের ওপর আক্রমণ চালায়।"

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সোমবার তারা জানিয়েছে, "সেখানকার আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অভিযোগ ছিল, পুলিশ প্রশাসন মদ্যপ অবস্থায় তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এমন কি শিক্ষিকাদের জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়ারও অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলেও জানা যায়।"

এই ধরনের ঘটনা বাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে গণ্য থাকবে বলে সংগঠনের প্রদেশ সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার বলেন, "জন্মের পর থেকেই আমরা শিক্ষকদের গুরু হিসেবে গণ্য করে থাকি। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন ধুলিস্যাৎ হয়েছে, তেমনই শাসক দলের দ্বারা শিক্ষকদের অসম্মানিত করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এতগুলো ঘটনা জানা সত্ত্বেও মুখে আঙুল দিয়ে বসে আছেন।"

সপ্তর্ষিবাবুর বক্তব্য, "প্রশাসনের এই ধরনের রাক্ষস-স্বরূপ আচরণের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠন হিসেবে এবিভিপি রাস্তায় ছিল এবং থাকবে।

কিন্তু যতক্ষণ না সমাজের সাধারণ শিক্ষক এবং সাধারণ নাগরিক রাস্তায় নামছে, ততদিন বাংলার পরিস্থিতি সহজে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষকে একত্রে এই ধরনের জ্ঞানহীন অমানবিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।"

## জাতীয় পার্টি কার্যকর বিরোধী দল হিসেবে রাজনীতির মাঠে আছে : জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেছেন, জাতীয় পার্টি কার্যকর বিরোধী দল হিসেবে রাজনীতির মাঠে আছে। আমরা সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবো। আমরা দেশ ও জনগণের পে ইতিবাচক রাজনীতি করবো।

সোমবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে কুমিল্লা সদর দণি উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আবদুস সাত্তার পোদ্দার এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেনের জাতীয় পার্টিতে যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশাল শূন্যতা বিরাজ করছে। জনসাধারণের দাবি ও ভাষা বোঝে এমন একটি রাজনৈতিক শক্তি খুঁজছে সাধারণ মানুষ। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পার্টি আরো শক্তিশালী হয়ে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণের রাজনীতি করবে।তিনি আরো বলেন, আগামী দিনে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারলেই জাতীয় পার্টি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাবে।

জি এম কাদের বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারকে বাধ্য করা যায় না। বিএনপি যখন মতায় ছিলো তখন আওয়ামী লীগ তাদের দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে পারেনি। আবার আওয়ামী লীগ মতায় থাকাকালে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপিও সরকারকে বাধ্য করতে পারেনি। যারা কথায় কথায় সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে চায়, সেটা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একেবারেই অসম্ভব। তাই প্রতিটি দলেরই উচিত নির্বাচিত প্রতিটি সরকারকেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পাঁচ বছর সময় দেওয়া এবং পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নিজ দলকে সংগঠিত করা।জাতীয় পার্টি সবসময় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে বিরোধী দলের ভূমিকা রাখছে। তৃণমূলে দলকে আরো শক্তিশালী করতে সবার প্রতি আহ্বানও জানান পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়, অ্যাড় রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, নাজমা আখতার এমপি, ভাইস চেয়ারম্যান জহিরুল আলম রুবেল, আহসান আদেলুর রহমান এমপি, যুগ্ম মহাসচিব গোলাম মোহাম্মদ রাজু, সুলতান আহমেদ সেলিম, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মো. হেলাল উদ্দিন, হারুন অর রশীদ, শাহজাহান মানসুর, বেলাল হোসেন, মঞ্জুরুল হক ও এম. এ. বাজ্জাক খান প্রমুখ।

# যৌথ পরিবার এবং সন্তানের মানসিক বিকাশ

সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উততমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

এক. সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। মহানবী সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

যুগের হাওয়ায় বাবা মায়েরা আজ অনেক ব্যস্ত। সন্তানের জন্য তাদের সময় এখন দুষ্প্রাপ্য। যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৩ জন কিংবা ৪ জনে এসে ঠেকেছে। তদুপরি সবাই ব্যস্ত। এখনও যখন দেশের বিশিস্ট ব্যক্তিদের একান্ত আলাপচারিতা দেখি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ যে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে নিহিত, অবলীলায় সবাই স্মরণ এবং স্বীকার করেন।

দুই. আমি আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে এখনও শান্তি পাই। মায়ের কাছে ছিলাম সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। দাদা, দিদিমা, কাকা কাকী, মামার কেলোই কেটেছে আমার শিশুকাল। বাড়ির কাজের মানুষ আমায় কোলে নিয়েছে এমন মনে পড়ে না। দাদার কোলের মধ্যে থেকে শুনতাম বিভিন্ন রাজ্য বাদশাহ, বিখ্যাত মানুষদের গল্প। বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ লেগেই থাকতো। ক্লাস ওয়ান যখন ভর্তি হলাম, কাকু স্কুলে নিয়ে যেতো।

চার বছর বয়সে ক্লান ওয়ান, ভয় পাই কিনা এজন্য কাকু আমার সঙ্গে ক্লাসের মধ্যেই বসে থাকতেন। কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে বাসায় এলে দাদীর খাবারের যন্ত্রণা। বেলা অবেলা নেই। আর সময় মত মায়ের আদর, স্নেহ, শাসন সবই ছিল।যখন মাধ্যমিকে উঠলাম, তখন বাবার তদারকিটা বেড়ে গেল। যদিও কাজের জন্য বাবা কিছুটা ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতের খাবারের সময় তার সঙ্গে বসতে হতো।

সারাদিন কতটুকু পড়া করেছি, বিকেলে কাদের সঙ্গে খেলেছি, দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের কাজের অংশ। যৌথ পরিবারের কারণে আমার সামান্য অন্যায় করার সুযোগ ছিল না। ঘরে আমার অনেক অনেক অভিভাবক। এখনও বাবু প্রতিরাতে আমাদের নিয়ে খেতে বসেন। পরিবারের সব সমস্যার সমাধান খাবার টেবিলেই হয়ে যায়।

তিন. রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ভাষায়, 'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।'

গল্পটির আরেক জায়গায় বয়ঃ সন্ধিকালের কিশোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। বয়ঃ সন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে লেখা এই গল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছুটি' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এখনও মনে করতে পারি, আমাদের স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিনগুলো। বাংলা স্যার যখন প্রথম 'ছুটি' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে ফটিকের কষ্টের জন্য কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো স্কুল পালাবো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। অনেকের মনে একটা ভয়ও তৈরি হয়েছিল।

কারণ মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে যদি দূরের কোনো আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এজন্যই আত্মোপলব্দি সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। অথচ আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে আত্মোপলব্ধির সেই সুযোগও বন্ধ করে দিচ্ছি। যৌথ পরিবারেরড় ইতিবাচক দিক এখন সন্তানরা বোঝে না। আত্মীয় স্বজন দেখলে বিরক্ত হয়। ফলে মনের প্রসারতা ও উদারতা তৈরি হয় না। অথচ যৌথ পরিবারে সন্তানরা খুব খারাপ সময়গুলোও সম্মিলিতভাবে আনন্দের সঙ্গে পার করতে পারে। বাবা মা'র আত্মোপলব্ধি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই, এখন সন্তানের পালা।

চার. আজকের বাবা মায়েরা চাকরি, ব্যবসা, পার্টি নিয়ে অনেক অনেক ব্যস্ত। অর্থ বিত্ত আর ক্যারিয়ার নামক আজব নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে। সন্তান সঠিকভাবে মানুষ করাও যে ক্যারিয়ারেরঅংশ সেটা তাদের বুঝাবে কে? শুধু দামি দামি জামা কাপড়, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সন্তানের সব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের মতে , 'যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরমনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে অমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে। তারা হলেন বাবা, মা এবং শিক্ষক।' বর্তমানে অনেক বাবা মা আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা থাকার মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। কতটা বোমা চিন্তা ভাবনা। আধুনিকতা মানেই নিসঙ্গতা নয়। একা একা যদি বসবাস করতে চান, তবে রবিনসনের মতো নির্জন দ্বীপে বসবাস করেন।

সেই নিয়ামত সঠিকভাবে পরিচর্চা করুন। আজ আপনি অবচেতনভাবে যেভাবে সন্তানদের অবহেলা করছেন, সন্তানও ভবিষ্যতে তাই করবে। অনেকেই সন্তান মানুষ করতে হিমশিম

খাচ্ছেন। ঠিক মতো সময় দিতে পারেন না। তদের জন্য বলছি, যৌথ পরিবার বজায় রাখেন। আপনার সন্তান কখনও নিজেকে একা মত্রেন করবে না। সন্তানের অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার, সঙ্গদোষ এড়ানো, অপরিকল্পিত মোবাইল ফোনের ব্যবহার কবন্ধ করতে চাইলে, সব চিকিৎসা বাদ দিয়ে যৌথ পরিবার প্রথায় ফিরে আসুন। সন্তানের মানসিক বিকাশে সহায়তা করুন।

# হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগ ঃ কারণ ও প্রতিকার

এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আমদানিকৃত নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মসূচি মোতাবেক যথারীতি ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে খামারে ডাক প্লেগ রোগের মড়ক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দেশে প্রস্তুত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিতে পার্থক্য হল। এল আর আই কর্তৃক দেশীয় স্ট্রেইন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ভ্যাকসনের ১০০ মাত্রা টিকা থাকে। ভায়ালে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে মিশ্রিত টিকা হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হ। তিন সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দিতে হয়। ৬ মাস পর্যন্ত এই টিকার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই টিকা দিতে হয়। খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁসগুলিকে আলাদা করে এ টিকা দিতে হয়।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস ঃ এটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের বাচ্চার অন্যতম ক্ষতিকর সংক্রামক রোগ। এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ে অনেক হাঁসের মৃত্য ঘটাতে পারে। রোগাক্রান্ত হাঁসের যকৃত প্রদাহ হয় বলে এ রোগকে হেপাটাইটিসও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইতালি, রাশিয়া, ফ্রান্স ব্রাজিল, জাপান, ইজরায়েল থাইল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এটা পাওয়া গেছে।

রোগের কারণ ঃ পিকোরনা ভাইরাস নামক একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্ট হয়।

এপিডিমিওলজি ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ১-২ সপ্তাহের বয়সের হাঁস অত্যন্ত সংবেদনশীল। বয়স্ক হাঁস এ রোগ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে মুরগি ও টারকিতে এ রোগ হয় না। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির রোগ এবং প্রকৃতিতে সহঅবস্থানে হাঁসের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ডিমের মধ্যে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোগ থেকে সেরে ওঠা হাঁসের পায়খানার সঙ্গে প্ররায় ৮ সপ্তাহ যাবৎ এ ভাইরাস দেহ হতে বেরিয়ে আসে। আক্রান্তের হার প্রায় ১০০ শতাংশ মৃত্যু হার ১ সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ, ১-৩ সপ্তাহের বাচ্চাতে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ৪-৫ সপ্তাহের বাচ্চাতে অতি অল্প।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ অতি দ্রুত অল্পবয়স্ক হাঁসের বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাচ্চা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। কিছু বাচ্চা শুয়ে থেকে ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকা করে, চোখ বুঁজে পেট ব্যথার জন্য চিৎকার করে এবং পা ঝাপটায়। এভাবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়ে থাকে। কিছু কিছু বাচ্চা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।

পোস্ট মর্টেমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ যকৃত অত্যন্ত স্ফীত, হলুদ বা লালচে হয়। এর উপর বিন্দু বিন্দুরক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া হাঁসের বৃক্ক ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ এপিডিমিওলজি রোগ লক্ষ্মণ এবং পোস্টমর্টেম পরিবর্তন এ রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তাইএগুলো দেখে এ রোগ সহজে নিরূপণ করা যায়। এছাড়া পরীক্ষাগারে নিউট্রালাইজেশন এবং আগার জেল ডিফিউশন টেস্ট দ্বারা ভাইরাসের পরিচিতি জানা যায়।

তুলনীয় যোগ ঃ হাঁসের এ রোগ ডাক প্লেগ রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে। তবে এ রোগ একটি নির্দিষ্ট বয়সের হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জন্মের পর থেকে ৩-৪ সপ্তাহ এবং ডাক প্লেগ সব বয়সের হাঁসেই হয়। এছাড়া ডাক প্লেগ রোগ প্রধানত বয়স্ক হাঁসেই অধিক হয়। সুতরাং কোন খামারে যদি ডাক প্লেগ হয় তাহলে সেখানকার ছোট এবং বড় সব বয়সের হাঁসই আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ডাক প্লেগ রোগে শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর রক্তপাত ঘটে যা এ রোগে হতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা ঃ এন্টিসিরাপ থেরাপি এ রোগে যথেষ্ট কার্যকরি। এক্ষেত্রে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউনাইজড হাঁস থেকে রক্ত নিয়ে আক্রান্ত প্রতিটি হাঁসে ০.৫ মিলি করে ইঞ্জেকশন করলে যথেষ্ট সুলফ পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্মের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পৃথকভাবে উপায় রাখলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতেপারে। এছাড়া অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ অনাক্রম্যতা ৩ প্রকারে সৃষ্টি করা যায় যেমন

১) জন্মের ১ দিনের দিন থেকে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউন রক্ত হাঁসের বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন করা যায়। এতে অপ্রতিরোধী ইমিউনিটি দ্বারা হাঁসের বাচ্চার রোগ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

২। ডিমপাড়া হাঁসকে টিকা প্রদান করে তার দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা এত মাতৃদেহ হতে এন্টিবডি ডিমের কুসুমের মধ্য দিয়ে বাচ্চর দেহে প্রবেশ করে তাকে রক্ষা করে।

৩) জন্মের পরই হাঁসের বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

# সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে।

দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব

আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি। যেমন—

* কখন ঘুমাতে যাবো?
* কী পরবো?
* কী খাবো, এখন না পরে?
* স্নান করবো কী করবো না?
* ছাতা নেবো কী নেবো না?
* কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?
* কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?
* কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা?

এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাদের নিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।

বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?

মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। মোটিভেশন ও ডিপ্রেশন পরস্পর বিরোধী। মোটিভেশন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া ধীর হয়েযায়। গবেষণায়, বিষন্নতাকালীন বৈকল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দৈহিক সমস্যা বলা হয়েছে। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের মেডিয়াল ও ভেন্ট্রাল প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স অঞ্চলে ধূসর পদার্থ হ্রাস পেলে প্রেরণার উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং হানিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়। বিমর্ষ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই ধূসর পদার্থ হ্রাস পায়। পরিশেষে, বিষন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্চমাত্রার অ্যাংজাইটি। এই অ্যাংজাইটি সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান অন্তরায়। ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশন ভাঙতে করণীয় কী? ক্রোনিক ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশনের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। তবে প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে উঠতে এগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

* নোটবুকে সঙ্গে রাখুন। সিদ্ধান্তের পজিটিভ — নেগেটিভ দিকগুলো লিখুন।
* ডিপ্রেশনের জন্য কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি নেওয়া যায়। চয়েজ অ্যানালাইজিংয়ে এ থেরাপি ফলদায়ক।
* জটিল সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বুঝে এড়িয়েযান। অথবা কারও পরামর্শ নিন। অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কাঁধে ভরসা রাখুন।
* পজিটিভ চিন্তা করুন। নিজেকে পজিটিভ কথা বলুন।
* কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের কারও জানা নেই। আমরা কেবল সৎভাবে এগিয়ে যেতে পারি। বাকিটা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে। কারণ, জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। ভালো থাকুন।

# কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

# পিৎজা সরবরাহ করবে রোবট

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় পিৎজা সরবরাহকারী যান হতে যাচ্ছে 'ডমিনোস ড্র' । অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে পিৎজা সরবরাহ করবে এই রোবট। ব্রিসবনে গত বৃহস্পতিবার নতুন এই রোবটটির বিশেষ প্রদর্শন হয়।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ম্যারাথন টারগেটস এবং ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে তৈরি করেছে ডরু। এতে ব্যবহার হয়েছে প্রতিষ্ঠানের জিপিএস ট্র্যাকিং ডাটা। সেই সঙ্গে আছে সেন্সরি সিস্টেম। এর মাধ্যমে নানা বাধা অতিক্রম করতে পারে ডরু। সঠিক পথ নির্ণয় করে সহজেই পৌঁছে যায় গ্রাহকের ঠিকানায়। সবই চলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে।

চলতি মাসের প্রথম দিকে চার চাকার এই রোবট তার পরীক্ষামূলক ডেলিভারি সম্পন্ন করে। গ্রাহকের চাহিদা মতো কাজ করতে সক্ষম রোবট ডরু বাইসাইকেল বা হাঁটা পথে ধরে ঘন্টায় পাড়ি দিতে পারবে ১২ মাইল। তবে এটি কত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পিৎজা পৌঁছে দিতে সক্ষম তা জানা যায়নি।

একবার ডরু নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে গেলে গ্রাহক তার ফোনে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া নিরাপত্তা কোডে প্রবেশ করবেন। এরপর রোবটকে তার বন্ধ স্টোরেজটি খোলার আদেশ দেবেন। কথামতো স্টোরেজটি খুলতেই গ্রাহক পাবেন তা কাঙ্খিত পিৎজাটি।

ডমিনোসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর মাইক্রোচিপ দিয়ে রোবট তৈরির কার্যক্রম শুরুহয়। এটি একটি বড় ধারণা ছিল। এ কাজে সফল হওয়াও বিরাট ব্যাপার। এর আগে ২০১৩ সালে 'ডমিনোস' প্রযুক্তির মাধ্যমে পিৎজা সরবরাহের একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই সময় উন্মোচন করে পিৎজা সরবরাহকারী ড্রোন 'ডমিকপ্টার'। ইউটিউবে ডমিকপ্টারের একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যভিত্তিক ড্রোন কোম্পানি অ্যারোসাইট। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ডমিনোস পিৎজা চেইন থেকে স্বাধীন হলেও নাম, লোগো এবং রেসেপি ব্যবহারের জন্য তাদের রয়েলিটি দেয় ডমিনোস অস্ট্রেলিয়া।

# অনলাইন বুকিংয়ে বাড়ছে আত্মহননের ঝুঁকি

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অনলাইন ক্রাইমের মাত্রা । তরুণ প্রজন্মের দিনের একটি বিরাট অংশ কেটে নিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি নানাবিধ ভাঙনও তৈরিহচ্ছে। বাড়ছে মানসিক স্ট্রেস। এই স্ট্রেটের অন্যতম কারণ অনলানি বুকিং।

অনলাইন বুকিং কী?

ইন্সট্যান্ট মেসেজিৎ,ই মেইল, চ্যাট রুম, ফেসবুক ও ট্যুইটারের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাউকে হুমকি, উৎপীড়ন, ভয় দেখানো বা হয়রানি করাকে সাইবার বুলিং বলে।

সাইবার বুলিং, বিভিন্ন রকম হতে পারে। হুমকি দেওয়া, উত্তেজনাকর অপমান, সাম্প্রদায়িক বা নৃত্বাত্বিক তিরস্কার, ভুক্তভোগীর কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমণের চেষ্টা ইত্যাদি।

সাইবার বুলিং অপরাধীদের অধিকাংশই টিএনজার বা তরুণ প্রজন্ম। এক্ষেত্রে উৎপীড়ক একটি ফসল ইউজার নেম ব্যবহার করে আসল পরিচয় গোপন রাখো। যার ফলে ভুক্তভোগী আসল অপরাধীকে সহজে চিহ্নিত করতে পারে না। অনলাইনে প্রায় ৪৩ শতাংশ ছেলে মেয়েই এ উৎপীড়নের স্বীকার হয়। এটি প্রতি চরজনের মধ্যে একজনের বেলায় একবারের বেশি সময় বটে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটির ৮০ শতাংশ বার তার বেশি টিনএনজাররা নিয়মিত মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর মোবাইলফোন সাইবার বুলিংয়ে সবচেয়ে কমন মাধ্যম। অন্যদিক্যে, ৬৮ শতাংশ টিনএজার সম্মত হয়েছে যে সাইবার বুলিং একটি বড় সমস্যা। ৮১ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অল্পবয়সী একমত হয়েছে, সরাসরি কাউকে উৎপীড়নের চাইতে অনলাইনে উত্যক্ত করা, ঠাট্টা, বা হাসি তামাসা করা সহজ। যার ফলে সমস্যাটি বাড়ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন বুলিংয়ের ১০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে মোটে একজন নিজেদের ভোগান্তির ব্যাপারে বাবা মা বা বিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের অবগত করে।

গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, সাইবার বুলিংয়ের শিকার ও অপরাধী উভয় দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৮ শতাংশ অনলাইনে কষ্টদায়ক উক্তির স্বীকার হয়েছে। এদের দশজনের মধ্যে আবার চারজন দুই বা ততোধিক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে।

দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন, ঠাট্টা, গসিপ দুই থেকে নয়বার বা তার বেশি হলে তা ব্যক্তির আত্মহননের ইচ্ছেকে বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

এছাড়া, সাইবার বুলিংয়ের স্বীকার করে ভুক্তভোগী সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল ও ইমোশনাল স্ট্রেস পিরিয়ড পার করতে পারে। বাড়তে পারে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। যদিও উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে একেকজনের প্রতিক্রিয়া একেকরকম । কিন্তু গবেষণায় কিছু সাধারণ ফলাফলেরক কথা বলা হয়েছে। মোটা দাগে বলা হয়েছে, সাইবার বুলিং হতে পারে গভীর বিষন্নতা ও দুঃশ্চিন্তার অন্যতম কারণ।

# ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি। ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে। ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

# ত্বকের বয়স কমাবে লিচুর মাস্ক

বয়স ত্রিশ পার হলে ত্বকের স্বাভাবিক ইলাস্টিসিটি কমে যায়। আমাদের দেশে আবহাওয়া ও বিভিন্ন কারণে অনেকেই ত্রিশ পার হওয়ার আগেই এই সমস্যায় পড়েন। তবে এটাও ঠিক বয়সকে চাইএঙৃও ধরে রাখা যায় না।

ত্বকে যেন বয়সের ছাপ না পড়ে তার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন আপনি। জানেন কি আপনার হাতের কাছেই একটি জিনিস আছে, যা দিয়ে আপনার বয়সকে ৪-৫ বছর কমিয়ে রাখতে পারবেন।এটি একটি ফল, যার নাম লিচু।

যেভাবে ত্বকের বয়স কমাতে লিচুর মাস্ক

লিচুতে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট , ভিটামিন সি, পটাশিয়াম রয়েছে। এরাত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নিশ্চিত করে ত্বকের যৌবন ধরে রাখে। লিচুর এই উপাদানগুলো কাজ করে মুখেণ শুষ্কভাব দূর করতে, কপালের ভাজ পড়া, ঠোটের চার পাশের বলি রেখা, গলা এবং বুকের পিগমেন্টেশন দূর করতেও ভূমিকা রাখে। ত্বকের তৈলাক্ততা দূর করে বিধায়, লিচু খেলে ব্রণের উপদ্রবও কমে।

লিচু দিয়ে আপনি ফেসিয়াল মাস্কও তৈরি করে নিতে পারেন।

আসুন দেখে নেই মাস্কটি তৈরির প্রণালী

৩ টি লিচুব্রেন্ড করে এর সাথে ২ চা চামচ টক দই এবং ১ চা চামচ আটা যোগ করে মিশিয়ে নিলেই ফেস মাস্ক তৈরি হয়ে যাবে। এরপর এই মাস্কটি সারা মুখে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন।

# প্রথম ক্লোন বানর জন্ম দিল চীন

এবার চীনা বিজ্ঞানীরা জন্ম দিলেন বিশ্বের প্রথম ক্লোন বানর। বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহ আগে গবেষণাগারে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া নামের দুটি ক্লোন বানরের জন্ম দিয়েছেন। গত শতকেরনব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডেরপ্রাণিবিজ্ঞানীরা ডলি নামের ক্লোন ভেড়ার জন্ম দেন।চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের বিজ্ঞানী কিয়াং সানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবমাধ্যমগুলো জানায় ক্যান্সার ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জিনগত ত্রুটির গবেষণা ও নিরাময়ের কাজে লম্বা লেজওয়ালা এ বিশেষ ধরনের ক্লোন বানরকে কাজে লাগানো হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো হবে এসব রোগ গবেষণায় মডেল। এখন যেমন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ।স্কটল্যান্ডে মাদি ভেড়া ডলিকে ক্লোন করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ঝং ঝং ও হুয়া হুয়ার ক্ষেত্রে। ক্লোন করা বানরশাবক দুটির মধ্যে ঝং ঝংয়ের জন্ম ৮ সপ্তাহ আগে। আর হুয়া হুয়ার জন্ম ৬ সপ্তাহ আগে।ক্লোন করা বানরশাবক দুটিকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যসব সাধারণ বানরশাবকের মতোই এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। সামনের কয়েক মাসে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে এরকম আরও বানরশাবক জন্ম দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন চীনা গবেষকরা। প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনেকেই ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানরশাবক জন্ম দেয়ার নৈতিকতা নিয়েপ্রশ্ন তুলেছেন।

সোমবার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১১তম জন্মজয়ন্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

# আগে চরিত্র গঠন, পরে ক্যারিয়ার, আন্তর্জাতিক যুব দিবসে বলেছেন মন্ত্রী পরিমল

শিলচর (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে আজ শিলচরে এক শোভাযাত্রা ও সমাবেশের আয়োজন করেছিল জেলা প্রশাসন। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থী, নার্স, চিকিৎসকরা এই সব অনুষ্ঠানে অংশ নেন। মূলত ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে পালনের কথা, তবে ঈদের জন্য নির্দিষ্ট ওই দিন বাদ দিয়ে আজ ১৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপিত হয়েছে। এবারই প্রথম জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, আসাম এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহায়তায় কাছাড় জেলা প্রশাসন রাজ্য পর্যায়ের কর্মসূচির আয়োজন করে।

সমাবেশে প্রধান অতিথি রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, ক্যারিয়ার গড়ার আগে শক্তিশালী চরিত্র গঠন করা আরও বেশি। সচ্চরিত্রবান না হলে ক্যারিয়েরের কোনও গুরুত্ব নেই। মন্ত্রী বলেন, গুরুত্বপূর্ণ মানবজীবনের মূল্যবোধকে প্রতিপন্ন করার মতো আমাদের সকলকে স্বচ্ছ চরিত্র গঠন করতে হবে। ঈশ্বর সেবাই সৃষ্টির আসল ধর্ম এবং কোনও বাজে খেলায় লিপ্ত হওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই তা উপলব্ধি করতে হবে। যুবসমাজের হাতেই দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময়ই সরকারি প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে চলার আবেদন রেখে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেন।

শিলচর সিভিল হাসপাতাল চত্বর থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার সূচনা করেন কাছাড়ের জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরি। জেলাশাসক মাদ্দুরি শ্রোতাদের স্বাগত জানিয়ে আজকের আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল যুবকদের সৃজনশীল এবং গঠনমূলক কার্যকলাপে উৎসাহিত করা। কাছাড়ের যুবকদের জাতীয় অঙ্গনে ঝলমলে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বক্তব্যে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি জেলার অন্যতম প্রত্যন্ত গ্রামের এক যুবক কৃষ্ণমোহন সিংহকে যুববিষয়ক মন্ত্রালয় পুরস্কৃত করেছে। বলেন এমন অনেক প্রতিভা জেলার অনেক জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হল তাদের ক্ষেত্রগুলিতে উৎসাহ দেওয়া। কারণ তাঁরা সামাজিক কুফলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করাতে সমাজের মশাল বহনকারী হতে পারেন।

এদিকে গত ১৭ আগস্ট কাছাড় জেলা পরিষদে আন্তঃকলেজ বিতর্ক, স্কিট, শর্ট ফিল্ম মেকিং, পোস্টার মেকিং-সহ একাধিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির উদযাপিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বেশ উৎসাহের সাথে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। কর্মসূচির প্রতিপাদ্য ছিল এইচআইভি, এইচআইভি পজিটিভ মামলার ক্ষেত্রে কাছাড় জেলা কামরূপ মেট্রোর পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। আরও অবাক করার ঘটনাটি হল, নতুন সংক্রমণের বেশিরভাগই যুবকদের মধ্যে রয়েছে। যুবকদের এক বড় অংশ বিভিন্ন ইনজেকশনযোগ্য ওষুধে আসক্ত, যা তাদের জীবনে বিপদ ডেকে আনে বলে অনেকেই মত ব্যক্ত করেছেন। এদিনের সভায় ডিএমও ডা. অজিত ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জন গুপ্ত, ডা. প্রদীপ রায়, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্মস্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুদীপজ্যোতি দাস, এডিসি রাজীব রায়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণের ওএসডি জয়ন্ত বরা, রাজীব শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং ডিএমই সুমন চৌধুরী।

# পাক সেনাপ্রধান জেনারেল বাজওয়ার চাকরির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনা যখন ক্রমশই বাড়ছে, তখন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল (নিশান-ই-ইমতিয়াজ) কামার জাভেদ বাজওয়ার চাকরির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সোমবার পাক প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে এই ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে ওই একই বিবৃতিতে বলা হয়, আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

কূটনীতিক মহলের ধারনা, কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়ায় অবতীর্ণ হয়েছেন ইমরান। মূলত ঘরোয়া রাজনীতির কারণেই তা করতে হচ্ছে তাঁকে। দ্বিতীয়ত, পাক-আফগান সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়েও কম উদ্বেগ নেই। আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার ও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকা ও আফগান-তালিবানদের মধ্যে এখন আলোচনা চলছে। ওই আলোচনায় পাকিস্তান বড় শরিক। সেক্ষেত্রেও জেনারেল বাজওয়ার ভূমিকা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন কূটনীতিকরা। তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু এটাই বাজওয়ার মেয়াদ বাড়ার এক মাত্র কারণ নয়। পাক সংবাদপত্র ও নিরপেক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই বলছেন, ইমরান ও বাজওয়ার মধ্যে তালমিল অসম্ভব ভাল।

কিন্তু ইমরান ও বাজওয়ার তালমিল নিয়ে এখন ঘরোয়া রাজনীতিতেও জোর চর্চা চলছে। সম্প্রতি ইমরান যখন কঠোর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পাশে দাঁড়ান বাজওয়া। তিনি ইমরানের পক্ষ সমর্থন করে প্রকাশ্যেই বলেন, কখনও কখনও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অপ্রিয় এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের নভেম্বরে কামার জাভেদ বাজওয়াকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছিলেন তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ।

৫৮ বছর বয়সী বাজওয়ার এ বছরই অবসর নেওয়ার কথা। এক সপ্তাহ আগেই তিনি বলেছিলেন, তাঁর সেনাবাহিনী কাশ্মীরিদের সাহায্য করার জন্য 'যতদূর দরকার ততদূরই' যেতে তৈরি। কিছুদিন আগে সেনাবাহিনীর সদর দফতরে কোর কম্যান্ডোদের এক বৈঠক হয়। সেখানে আলোচনার একটিই বিষয় ছিল।

তা হল কাশ্মীর। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাজওয়া। সেখানেও তিনি সেনা কম্যান্ডারদের বলেন, কাশ্মীরিরা ন্যায্য লড়াই চালাচ্ছেন। আমরা 'শেষ অবধি' তাঁদের সঙ্গে আছি।

# জনপ্রতিনিধি-প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স): দুমদাম করে লোক নেবেন না বলে সোমবার জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ হচ্ছে, অথচ অর্থ দফতর নাকি কিছু জানতেই পারছে না। বিশেষ করে রাজ্যের পুরসভাগুলিতে এই প্রবণতা বেশি হচ্ছে বলে হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার হাওড়া শরৎ সদনে হাওড়ার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলেজগুলো আর পুরসভাগুলো লোক নিয়ে নিচ্ছে। আর সে গুলো আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছে'। সরকারি আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধিসকলের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুমদাম করে লোক নেবেন না। একটা লোক নিয়োগ করতে গেলেও অর্থ দফতরের অনুমোদন লাগে। আমি যে কোনও কাজ করলে অর্থ দফতরের অনুমোদন নিই'। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'এরপর এ সব করলে কোর্ট-কেস-কাছারি হবে উ'

প্রশাসনিক বৈঠকের মাঝেই পুরমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ববি, এরা অনুমতি নিয়েছিল'? উত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'দিদি, এঁদের কশান লেটার দেওয়া হয়েছে'। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কশান লেটার দিলেও তো শুনছে না। এবার অ্যাকশন নাও। চেয়ারম্যান হলে, কাউন্সিলর হলে যা ইচ্ছে তাই করা যায় না উ'

পুরসভায় কাজের নাম করে কেন অর্থ দফতরের অনুমতি ছাড়াই চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে, তারও জবাবদিহি চান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে তিনি কড়া নির্দেশ দেন, প্রতিটি পুরসভায় অডিট হওয়া উচিত। অর্থ দফতরের অনুমতি না নিয়ে কাজ করলে এবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হবে। প্রয়োজনে ফৌজাদারি মামলাও দায়ের করা হবে।

এপ্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি নিজে কখনও অর্থ দফতর থেকে ফাইল পাশ না করিয়ে কোনও কাজে হাত দিই না। কারণ, সেটাই নিয়ম। আর আপনারা কেন অনুমতি ছাড়াই কাজে হাত দিচ্ছেন ? যাদের নিয়োগ করছেন, তাঁরা তো আমাদের দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়ছেন। জানেন কি, এঁদের নিয়োগটাই বেআইনি ? সরকারের টাকা এভাবে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পারেন না আপনারা উ' তিনি এই হুঁশিয়ারিও দেন, যাতে কেউ বেআইনি কোনও ফাইলে সই না করেন।

হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তীকেও তীব্র ভর্ৎসনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'তোমরা যাওয়ার আগে ৪০০ লোক নিয়ে নিলে। তারা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আমার বাড়ি চলে যাচ্ছে। তোমরাই পাঠাচ্ছ উ' মাস দুয়েক আগেই এই অস্থায়ী কর্মীদের তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল হাওড়া কর্পোরেশন। দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও হয়ে থাকতে হয়েছিল কমিশনার বিজিন কৃষ্ণনকে। এদিন রথীনবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লোক নিয়েছ আর অনুমতি নাওনি কেন ? এটা বেআইনি। এঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলছ।' জবাবে রথীনবাবু বলেন, 'দিদি আপনিই তো ভারবালি বলেছিলেন। ' পুর পরিষেবা দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুখের কথা'য় অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, বিদায়ী মেয়র রথীন চক্রবর্তীর কাছে একথা শুনে মেজাজ কার্যত হারিয়ে ফেলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধমক দিয়ে বলেন, 'সরকারের কাজে ও সব ভারবাল টার্বাল বলে কিছু হয় না। ডোন্ট ইউজ মাই নেম। এ সব বলবে না।'

## নৈরাজ্যের পথে পশ্চিমবঙ্গ, মন্তব্য বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.): নৈরাজ্যের পথে পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার হাওড়ায় বিক্ষোভের মুখে পড়ার পর এই প্রতিক্রিয়া জানান বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে পুরুলিয়ার খয়রাশোলে উন্নয়নপ্রকল্পের নামে আদিবাসীদের উৎখাত করা প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলনের ফাঁকে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আজ মুখ্যমন্ত্রী যে বিক্ষোভের সামনে পড়লেন, অনেক আগেই তা হওয়া উচিত ছিল। ৭/৮ বছর ধরে যা করেছে রাজ্যের শাসক দল, তাতে বিক্ষোভের মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।" কাটমানি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে বিকাশবাবু উত্তর দেন, "কাটমানির মূল প্রবক্তা তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে! তাঁর পথ অনুসরণ করছে দলের নিচের তলার লোকেরা।"

যে ট্রাক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ট্রাক মালিকদের সংগঠন, তার

ছয়ের পাতায়

# দিদিকে বলো না, দিদিকে দেখাও বাংলায় ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বিজেপির সংগঠন বাড়ছে : আলুওয়ালিয়া

দুর্গাপুর, ১৯ আগষ্ট(হি.স.) : উনি তো ভোটের আগে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখে নেব বলেছিলেন। তাই দিদিকে বলো না, দিদিকে দেখাও বাংলায় ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বাড়ছে বিজেপির সংগঠন। আরও দেখাও বাংলায় আন্দোলন করলে পুলিশ কিভাবে অত্যাচার করছে। বিরোধীদের উপর আক্রমণ করছে তৃণমূলেকর্মীরা। সোমবার দুর্গাপুরের বুদবুদে গলসী বিধানসভার বুথ সভাপতিদের সম্মেলনে দলীয় কর্মীদের এমনই বার্তা দিয়েছেন বর্ধমান- দুর্গাপুরের বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ সাফল্যের পর বিজেপির পাখির চোখ বাংলা দখল। ২০২১ মিশন বাংলা লক্ষ্য নিয়ে পুরোদমে ময়দানে নেমেছে গেরুয়া শিবির। শুরু হয়েছে দলীয় সাংসদদের বিধানসভা ভিত্তিক বুথ সভাপতিদের নিয়ে সম্মেলন। সোমবার বুদবুদের মানকর অডিটোরিয়ামে ছিল গলসী বিধানসভার সম্মেলন। এদিন ২ নম্বর জাতীয় সড়কের বুদবুদ বাইপাস থেকে শোভাযাত্রা সহকারে দলীয় সাংসদকে নিয়ে যায় স্থানীয় বিজেপিকর্মীরা। মাঝপথে শুভাকাঙ্খীদের বরণও ছিল। দুপুর নাগাদ শুরু হয় সম্মেলনের কাজ। সাংসদের কাছে নিজ এলাকায় সদস্য সংগ্রহ অভিযানের খাতিয়ান তুলে ধরেন বুথ সভাপতিরা। তারপরই বক্তব্য রাখেন সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। শুরুতেই দলীয়কর্মীদের বিপদে মানুষের পাশে থাকার পরামর্শ দেন। সমাজ সেবায় দলীয় কর্মীদের এগিয়ে আসতে বলেন। একই সঙ্গে পরিবেশের স্বার্থে বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছভারতের মতো কর্মসুচী নিতে বলেন। গত লোকসভা ভোটে এলাকায় বিজেপির বুথভিত্তিক ফলাফলের খতিয়ান তুলে ধরে আলুওয়ালিয়া এদিন জানিয়েছেন, ২০১৬-র বিধানসভা থেকে ২০১৯ লোকসভার ফলাফলে বেশিরভাগ বুথে বিজেপি এক নম্বরে। দলীয়কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেছেন, উনি তো ভোটের আগে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখে নেব বলেছিলেন। তাই এখন দিদিকে বলো না। দিদিকে দেখাও বাংলায় ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বাড়ছে বিজেপির সংগঠন। কয়েকদিন আগে বর্ধমানে প্রকাশ্যে বিজেপিকর্মীকে পুলিশ টানা হেঁচড়া করে চড় মারার ঘটনা ও কল্যাণীতে আন্দোলনরত পার্শশিক্ষক- শিক্ষিকাদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা তুলে তিনি জানিয়েছেন, বাংলায় আন্দোলন করলে পুলিশ কিভাবে অত্যাচার করছে। বিরোধীদের ওপর কিভাবে আক্রমণ করছে, কিভাবে অত্যাচার করছে তার দলের কর্মীরা। ওইসব ছবি দিদিকে সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে দিদিকে দেখাও।

## কৃষ্ণসার হত্যা মামলা : সইফ, টাবুর শুনানি পিছল যোধপুর আদালতে

যোধপুর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : প্রায় বছর কুড়ি আগের কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় সোমবার অভিনেতা সইফ আলি খান, সোনালি বেন্দ্রে, নীলম কোঠারি ও টাবুর শুনানি পিছিয়ে গেল যোধপুর হাইকোর্টে। এর আগে এই কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় রাজস্থানের স্থানীয় আদালত তাঁদের বেকসুর খালাস করলে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ছিল রাজস্থান সরকার। অভিযুক্ত চার অভিনেতা সহ যিনি অভিনেতাদের চোরাশিকারে সাহায্য করছিলেন, সেই দুষ্মন্ত সিং-কেও চলতি বছরের মে মাসে নোটিশ পাঠায় উচ্চ আদালত। এরপর এদিন এই মামলার শুনানি আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করল যোধপুর হাইকোর্ট।

গত বছর ৫ এপ্রিল কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় বেকসুর খালাস হয়ে যান সইফ, সোনালি, নীলম, টাবু ও দুষ্মন্ত সিং এবং দোষী সাব্যস্ত হন সলমন খান। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৫১ নম্বর ধারা অনুযায়ী সলমনের ১০,০০০ টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেয় আদালত। অবশ্য যোধপুর সেন্ট্রাল জেলে স্রেফ দু'রাত্রি কাটানোর পর, ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়ে যান সলমন। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে যোধপুরের কঙ্কনি গ্রামে "হাম সাথ সাথ হ্যায়" ছবির শ্যুটিং চলাকালীন দু'টি কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ ওঠে অভিনেতার বিরুদ্ধে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় লুপ্তপ্রায় প্রজাতি হিসাবে কৃষ্ণসার হরিণের শিকার নিষিদ্ধ। ওই বছরই ২ অক্টোবর রাজস্থানের বিশনোই সম্প্রদায় সলমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। উল্লেখ্য, কৃষ্ণসার হরিণকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করেন বিশনোই সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

## ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর প্রথম ফোন ট্রাম্পকে, নাম না করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে বলা হচ্ছে, ওই কথোপকথনে ট্রাম্পকে মোদী এ দিন স্পষ্টতই জানান, ভারতের বিরুদ্ধে হিংসায় ঘটনায় উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক শান্তি পরিবেশের জন্য যা বিপজ্জনক। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর এই প্রথম কথা হল দুই রাষ্ট্রনায়কের। এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা কথা হয় দুজনের। এদিনের আলাপচারিতায় নাম না করে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নাম না করে তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়ান মোদী। বলেন, "কিছু নেতা ভারতবিরোধী হিংসায় লাগাতার মদত দিচ্ছেন।" এদিন সন্ত্রাসমুক্ত আবহ তৈরিতে গুরুত্ব দেন মোদী। সীমান্তপারের সন্ত্রাস রোধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

কাশ্মীরের বিশেষাধিকার প্রত্যাহারের বিরোধিতায় রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয় পাকিস্তান। কিন্তু চিন ছাড়া এব্যাপারে কাউকেই পাশে পায়নি তারা। খবরে জানা গেছে কাশ্মীর প্রশ্নে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে দু'দিন আগে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকের আগে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। তার পর হোয়াইট হাউসের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উত্তেজনা কমাতে পাক প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসার পক্ষেই তিনি মত দিয়েছেন।

এর পরই সোমবার সন্ধ্যায় টেলিফোনে কথা হয় ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর। পরে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে দু'জনের আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয়েছে তাঁদের। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আঞ্চলিক পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, অতি উগ্র ভাষায় ভারতের বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন কিছু নেতা। যা শান্তি পরিবেশের পরিপন্থী।

# প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুতে বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহার শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুতে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহা শোকপ্রকাশ করে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রের পার্থিব শরীর দিল্লির দ্বারকার কাছে তাঁর বাসভবন নীলাঞ্চল অ্যাপার্টমেন্টে অন্তিম দর্শনের জন্য শায়িত রাখা হয়।

গতবছর ওনার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জগন্নাথ মিশ্রের দুটি পুত্র রয়েছে। যার মধ্যে ছোট ছেলে নীতিশ মিশ্র বিহারের মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)র সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন। সাংসদ আর কে সিনহা জগন্নাথ মিশ্রের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়কাল স্মরণ করে বলেন, যেভাবে তিনি বিহার প্রশাসনকে নিজে শক্ত হাতে তৈরি করেছিলেন, তা বাস্তবে প্রশংসনীয়। জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে কাজ করার দিনগুলো স্মরণ করে আর কে সিনহা আরও বলেন, উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন কারণ প্রথমত এক সাংবাদিক হিসেবে এবং আরেকদিকে রাজনৈতিক দলের কার্যকর্তা হিসেবেও। বিরোধী রাজনৈতিক দলের এবং সহযোগীরা সবাই ওনার স্নেহলাভ করেছিলেন। ওনার মৃত্যুতে বিহার রাজনীতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। ওনার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ওনার ছেলে বর্তমানে বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। সাংসদ আরও বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী মৃত্যুর পর ভীষণভাবে দুঃখী এবং শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন।

যার ফলে তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন। হয়তো এইজন্যই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু সময় পর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

## ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) জি-৭ বৈঠকে যোগ দিতে ফ্রান্সে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে ফ্রান্স ছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিনেও যাবেন তিনি।

২২ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই সফরে ফ্রান্সে পৌঁছিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে বৈঠক করবেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমান্যুয়েল ম্যাকরনের সঙ্গে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই বৈঠক বলে জানানো হয়েছে বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে।

ফরাসি প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি সেদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে জৈতাপুর পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি উত্থাপন হবে বলে জানা গিয়েছে।

ছয়ের পাতায়

সোমবার টিএসইউ'র ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# ২৪ লক্ষ গাছ কেটে বিমানবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে সরব নেপালের পরিবেশ প্রেমীরা

কাঠমান্ডু, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : পরিবেশের ক্ষতি করে বিমানবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে সরব নেপালের পরিবেশ প্রেমীরা ঊ নেপাল সরকারের ২৪ লক্ষ গাছ কেটে বিমানবন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব সোমবার এই দাবি তোলেন সেখানকার পরিবেশ প্রেমীরা। নেপালে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। সেটি হল- রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। শীত ও বর্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বহু আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অন্য দেশে স্থানান্তর করতে হয়। এসব সমস্যা বিবেচনা করেই দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত নিজগাদ শহরে প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি ডলার ব্যয়ে আরেকটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। যার নাম হবে নিজগাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বিমানবন্দরটি তৈরি করতে সেখানকার প্রায় ২৪ লক্ষ গাছ কেটে ফেলতে হবে। যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মনে করছেন বিক্ষোভকারীরা। এরই জেরে সোমবার পথে নামেন প্রায় ১০০ জন বিক্ষোভকারী। যারা দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কার্যালয় এবং দেশটির বন বিভাগের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

বিক্ষোভকারীদের মতে, ২৪ লক্ষ গাছ কেটে বিমানবন্দরটি তৈরি করা হলে পরিবেশের বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ গাছগুলো কাটা হলে পুরো একটি বন ধ্বংস হয়ে যাবে, যেখানে বসবাস করছে হাজারো বন্যপ্রাণী। তাই তাদের দাবি, 'পরিবেশের ক্ষতি করে বিমানবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত বাতিল করা হোক।'

# লাগাতার চুরি পাথারকান্দির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রতিবাদে গান্ধীজির ছবি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ তিনখালে

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : সাম্প্রতিককালে এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটছে। অথচ পুলিশ প্রশাসন চোরদের টিকির নাগাল পাচ্ছে না। এতে চোরেরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ সব ঘটনায় উপায়ান্তর হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন স্কুলের পড়ুয়ারা। আজ, সোমবার তারা এক রাশ ক্ষোভ নিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ছবি সড়কে রেখে অভিনব কায়দায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধে করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

এদিকে জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার এল খিনতে এবং ওসি সীমান্ত বরা। চোরের মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নেওয়া, এই সব চুরির সঙ্গে জড়িতদের ধরা এবং স্কুলের সরঞ্জামপত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলে দুপুর দুটোয় প্রায় চার ঘণ্টা পর জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত করেন ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয়রা।

অবরোধকারীরা জানান, দীর্ঘদিন থেকে পাথারকান্দি শিক্ষাখণ্ডের অধীনস্থ তিনখাল প্রতাপগড় পাবলিক হাইস্কুলে রাতের অন্ধকারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকবার নিশিকুটুম্বের দল হানা দিয়ে স্কুলের কম্পিউটার, ডেস্ক-বেঞ্চ, মধ্যাহ্ন ভোজনের বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক ফ্যান-সহ মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। এতে তাঁদের প্রাত্যহিক পঠন-পাঠন লাটে ওঠার উপক্রম। চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশ কয়েকটি এজাহার থানায় জমা দেওয়া হলেও আজ অবধি পুলিশ কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সকাল দশটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অসম-ত্রিপুরা আট নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা।

এদিকে অবরোধের ফলে সকাল থেকে সড়কের দুই পাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের।

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# পার্শশিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠি, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটন সঙ্গে তুলনা বিজেপি-র

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.): কল্যাণীতে পার্শশিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচালনার ধৃশংসতাকে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করল পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি। সোমবার দলের রাজ্য দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের দুই রাজ্য নেতা সায়ন্তন বসু ও রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন। সেই সঙ্গে বলেন, এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে আমরা পার্শশিক্ষকদের দাবিমত সমকাজে সমবেতন চালু করব।

এ দিন সায়ন্তনবাবু বলেন, 'তিন দিন আগে বিধাননগরে বিক্ষোভরত পার্শশিক্ষকদের কাউকে এসপ্লানেডে কাউকে শিয়ালদহে জোর করে ঠেলতে ঠেলতে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। এর পর শনিবার কল্যাণীর ঘটনা ঘটল। মহিলাদের ওপর পুরুষ পুলিশরা ও রকম অত্যাচার করল।' ঘটনার বিশদ কি আপনারা কেন্দ্রকে জানাচ্ছেন? এই প্রতিবেদক জানতে চাইলে সায়ন্তনবাবু বলেন, 'আমরা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ই এখন কেন্দ্রের গোচরে আনছি।'

পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিরলতম ঘটনা। এই মন্তব্য করে সায়ন্তনবাবু বলেন, 'স্থানীয় সাংসদ জগন্নাথ সরকার ঘটনার দিনই ওঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কাল বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ওঁদের কাছে গিয়েছেন। যে সব পুলিশ এভাবে অত্যাচার করেছেন, ভিডিও ফুটেজ দেখে তাঁদের চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমরা বিক্ষোভকারীদের পাশে আছি। পাশে থাকব।'

# মমতার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ কালীঘাট পর্যন্ত ছড়াবে, দাবি বিজেপি-ব

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.): এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ কয়েকদিনের মধ্যে কালীঘাট পর্যন্ত ছড়াবেঊ সোমবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুঊ হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন সায়ন্তনবাবুঊ তিনি বলেন, এটা মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশঊ পুলিশ দিয়ে এই বিক্ষোভের ঢেউ আটকানো যাবে না।

এ প্রসঙ্গে সায়ন্তনবাবু বলেন, "গত দু'দিন ধরে বিজেপি-র কার্যকর্তা খুন হচ্ছেনঊ মূল অভিযুক্তদের পুলিশ ধরছে নাঊ উল্টে বেছে বেছে বিজেপি-র কর্মী- সমর্থকদের গ্রেফতার করা হচ্ছেঊ টিএমসি উঠে যেতে বসেছেঊ পুলিশ দিয়ে দলকে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছেঊ দেখতে চাই, কিভাবে পুলিশ দিয়ে টিএমসি টিঁকে থাকেঊ পুলিশ নিজেও বুঝতে পারছে, শেষের সে দিন এসে গিয়েছেঊ দয়া করে গনতন্ত্রকে হত্যা করবেন না।

# ফের জেলা সফরে উদ্যোগী মমতা, সোমবার হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের পর ফের জেলা সফরে উদ্যোগী হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার হাওড়া ও বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরে তাঁর প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা। ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগণায় প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর ক'দিন আগেই জেলা সফর শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরে হাওড়ার শরৎ সদনে হাওড়া জেলার বৈঠক সারবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই সড়কপথে রওনা দেবেন দীঘার উদ্দেশে। সেখানে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

এরপর বুধবার সেখানেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। ধীরে ধীরে রাজ্যের অন্য জেলাগুলির প্রশাসনিক বৈঠকও করার পরিকল্পনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ করার পর জঙ্গলমহল ও সবশেষে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। মূলত, এবারের লোকসভা নির্বাচনের যা ফলাফল তাতে জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের অবস্থা তথৈবচ। এক শ্রেণীর দলীয় নেতাদের জন্যই যে মানুষ শাসক দল থেকে মুখ ঘুরিয়েছে, তা একপ্রকার স্পষ্ট। একাধিক সরকারি প্রকল্পের পরেও কেন এই হাল, তা এবারের বৈঠকে খতিয়ে দেখতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেই ক্ষতেই তিনি প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

# মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরকাশী মোরি তালুকে মৃত্যু ১৭ জনের

উত্তরকাশী (উত্তরাখণ্ড), ১৯ আগস্ট (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীঊ উত্তরকাশী জেলার মোরি তালুকের আরাকোটে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৭ জনেরঊ এছাড়াও ভেঙে গিয়েছে প্রচুর ঘরবাড়িঊ আহত অবস্থায় বহু মানুষকে উদ্ধার করে দূন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে আরাকোট অঞ্চল তছনছ হয়ে যাওয়ার পর সোমবার সকালে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন অর্থসচিব অমিত নেগি, ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) সঞ্জয় গুঞ্জিয়ান এবং উত্তরকাশীর জেলা শাসক (ডিএম) আশিষ চৌহানঊ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট-এর সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত) এস এ মুরুগেসান জানিয়েছেন, উত্তরকাশীর মোরি তালুকে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। উত্তরকাশী জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, আহত অবস্থায় বহু মানুষকে আকাশপথে উদ্ধার করে দেহরাদূনের দূন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ আহতদের যথাসম্ভব চিকিতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে দূন হাসপাতালেঊ আপাতত গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে জেলা প্রশাসনের।

# মহারাষ্ট্রে বাস-ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ১৫ জনের, আহত কমপক্ষে ৩৫ জন

ধুলে (মহারাষ্ট্র), ১৯ আগস্ট (হি.স.): যাত্রীবোঝাই বাস এবং ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ! সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো যে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। রবিবার গভীররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার নিমগুল গ্রামের কাছে। বাস-ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৫ জন। গুরুতর আহত অবস্থায় ৩৫ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার গভীররাতে ধুলে জেলার নিমগুল গ্রামের কাছে বাস-ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় বাসটির সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১০ জনের। সংজ্ঞাহীন ও গুরুতর আহত অবস্থায় কমপক্ষে ৪০ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আরও ৫ জনের। বাকি ৩৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

## যাবেন প্রধানমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

ফ্রান্স থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলে যাবেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও বাহরিন। সেখান থেকে ২৫ আগস্ট আবার ফ্রান্সের চলে এসে জি-৭ বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। ফ্রান্সের বিয়াররিটজে জি৭ বৈঠকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ এবং ২৪ আগস্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হবেন প্রধানমন্ত্রী।

# মহারাষ্ট্রে বাস-ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ১০ জনের, আহত কমপক্ষে ২০ জন

ধুলে (মহারাষ্ট্র), ১৯ আগস্ট (হি.স.): যাত্রীবোঝাই বাস এবং ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ! সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো যে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। রবিবার গভীররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার নিমগুল গ্রামের কাছে। বাস-ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন। গুরুতর আহত অবস্থায় ২০ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার গভীররাতে ধুলে জেলার নিমগুল গ্রামের কাছে বাস-ক্যান্টার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় বাসটির সঙ্গে ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১০ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় কমপক্ষে ২০ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

# ১৪ দফা দাবিতে রেশন দোকানের মালিকদের রাজভবন অভিযান, স্মারকলিপি দিতে যাবেন খাদ্য ভবন

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): চোদ্দ দফা দাবিতে রেশন দোকানের মালিকরা সোমবার দুপুরে রাজভবনে যাবেন। এরপর তাঁরা মিছিল করে খাদ্য ভবনে যাবেন রাজ্য সরকারকে স্মারকলিপি দিতে। এই অভিযান হবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল শপ ডিলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে। সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা অলোক দাস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, আমাদের মূল দাবিগুলোর মধ্যে আছে প্রতিটি মানুষকে রেশন ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা, সবাইকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া, প্রতি কুইন্টাল চাল-গমে ২৫০/- কমিশন নিশ্চিত করা, 'কঙ্কালমাল' অর্থাৎ বহণের সময়ে নানা কারণে নষ্ট সামগ্রি হিসাবে কুইন্টালপিছু এক কিলো বরাদ্দ করা, আধার কার্ডে সংযুক্তির কাজের দায় রেশন মালিকদের ওপর না চাপিয়ে প্রশাসনের ওপর দেওয়া, পরিমাপের বৈদ্যুতিন যন্ত্র জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া প্রভৃতি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি অপর একটি সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন' একাধিক দাবিতে পদযাত্রা করে। শিয়ালদহ ও বাবুঘাট থেকে কোলকাতা প্রেস ক্লাব পর্যন্ত হয় এই অভিযান। মূলত ৭ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ছিল সেই অভিযান। যেমন : চাল-গম-চিনির কুইন্টাল প্রতি ২৫০/- কমিশন, রেশন ডিলারদের কম পক্ষে মাসে ৩০০০০/- টাকা উপার্জন করতে পারে, তিন বছরের ১৬/- হরে বকেয়া কমিশন ফেরত চাই, বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় রেশন ডিলার ঘাড়ে চাপিয়ে না দেওয়া, বিগত দিনের সাড়ে তিন বছরের 'হ্যান্ডলিং লস' তোলার সুযোগদান প্রভৃতি।

# এবার কাটমানির পোস্টার মহিষাদলে

মহিষাদল, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : কাটমানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে এখন উত্তাল সমগ্র রাজ্য রাজনীতি। কাটমানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে গত লোকসভা ভোটের পর থেকে উত্তাল হয়ে রয়েছে অধিকারী গড় পূর্ব মেদিনীপুর জেলাও। এবার এই গড়েরই মহিষাদলে সানীয় দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তিলক কুমার চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পড়ল কাটমানি পোস্টার। সোমবার সকাল হতেই সমগ্র মহিষাদল শহর ছেয়ে যায় কাটমানি পোস্টারে। ওই পোস্টারে লেখা রয়েছে, তিলকবাবু মহিষাদল রাজ কলেজে গ্রুপ ডি-তে ৭ জন ব্যক্তিকে চাকুরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ১ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। পোস্টারের নিচে মহিষাদল নাগরিক মঞ্চের নাম রয়েছে। উল্লেখ্য, তিলকবাবু পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ছাড়াও মহিষাদল রাজ কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট পদেও রয়েছেন। এই পদে থেকে তিনি ৭ জনের কাছ থেকে কলেজে গ্রুপ ডি-র চাকুরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ১ কোটি টাকা নিয়েছেন বলে ওই পোস্টারে অভিযোগ করা হয়েছে। এদিনের এই পোস্টার ঘিরে সমগ্র মহিষাদলের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। এই পোস্টার মহিষাদল রাজ কলেজের সামনে, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনে, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে ও আরও একাধিক জায়গায় দেখা গিয়েছে।

## বোর্ডের

● প্রথম পাতার পর

অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বি করা যায়। কৃষকদের জন্য বেশ কিছু প্রকল্পে ঋণ দেয়া হবে, এর মধ্যে রয়েছে আদা চাষ, গোল মরিচ চাষ, হলুদ চাষ ইত্যাদিতে। বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য্য আরও জানান, মৌমাছি পালনের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য ব্যাপক ভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে ত্রিপুরা খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড রাজ্যের কৃষক, বেকার যুবক যুবতী এবং উদ্যোগপতিদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার জন্য আন্তরিক রয়েছে বলে জানান রাজীব ভট্টাচার্য্য।

## কুড়ি

● প্রথম পাতার পর

এখন পর্যন্ত একজন চিকিৎসকেরও নিয়োগ করেনি ত্রিপুরা সরকার। তাঁর অভিযোগ, সারা ত্রিপুরায় ভুয়ো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকে ছেয়ে গিয়েছে। ফলে, মানুষ ভুল চিকিৎসা পাচ্ছেন। তাঁর মতে, সাড়ে পাঁচ বছর সময় নিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ডিগ্রি অর্জন করে সেই চিকিৎসার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, ত্রিপুরার মানুষ প্রকৃত হোমিও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তার বদলে ভুয়ো চিকিৎসায় প্রতারিত হচ্ছেন। তাই আমরা ধরনায় বসতে বাধ্য হয়েছি, আক্ষেপ করে বলেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, আজ ধরনা তুলে নেওয়া হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কাল থেকে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ প্রদর্শন লাগাতার চলবে। তার হুঁশিয়ারি, দাবি মেনে না নেওয়া হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

## খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

মানবাধিকার ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। মানবাধিকার রক্ষা আমার হৃদয়ের খুব কাছের বিষয়। ১৯৯৫ সালে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও লক-আপে মৃত্যুর প্রতিবাদে আমি ২১ দিন রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছি।'

প্রসঙ্গত, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা খারিজের কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষভাবে না পরোক্ষভাবে প্রথম থেকেই বিরোধীতা করে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ধারা বিলোপের পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এদিনের এই টুইট সেই বিষয়কেই আবার উস্কে দিল মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

## বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের

পাচের পাতার পর

নেপথ্যেও বিকাশবাবু রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এক হাত নেন। তিনি বলেন, "মালিকরা যে পুলিশি জুলুমের অভিযোগ তুলছেন, সেই জুলুমের নেপথ্যেও শাসক দলের যোগসাজস আছে। পুলিশি জুলুম বন্ধ করতে গেলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার। এই ধর্মঘটের জন্য জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য হবে। মানুষ গভীর সঙ্কটে পড়বে।"

## দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

ফাঁদে পরিণত হয়েছে এন এইচ ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কটি। এক কথায় কৃষি জমিতে পরিণত হয়েছে বিকল্প জাতীয় সড়ক।যে কোন সময় বড় ধরনের পথ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে অটো এবং লরি গুলো।তাই স্থানীয় এলাকাবাসী এবং অটো চালকরা যৌথভাবে সোমবার সকাল ৯ টা থেকে রাস্তা অবরোধে বসে।ফলে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।রাস্তার দুপাশেই আটকে পড়ে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী লরি।

জানা যায় প্রায়ই ঝেরঝেরী প্রেমতলার মধ্যবর্তী এলাকায় জান দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।এদিকে ত্রিপুরা প্রবেশদ্বার বাঘন এলাকায় উল্লেখিত রাস্তাটির উপর বড় বড় গর্তে পরিণত হয়ে রয়েছে।স্থানীয় এলাকাবাসী দপ্তরকে বিষয়টি নিয়ে বারবার অবগত করলেও পূর্ত দপ্তরের নেই কোন হেলদোল।ফলে ক্ষুব্ধ জনতা বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়।যতক্ষণ না পর্যন্ত দপ্তর থেকে তারা কোনো আশ্বাস পাচ্ছে ততক্ষণ অবরোধ মুক্ত করা হবে না বলে জানান এলাকাবাসী ও অটো চালকরা।

টানা ৩ ঘন্টা অবরোধের পরেও পূর্দপ্তরের কোন আধিকারিক ঘটনাস্থলে না আসাতে যানজট ও যাত্রী দুর্ভোগের কথা ভেবে আজকের মত পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন অটোচালক ও সাধারন জনগন।বিশেষ করে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাতারকান্দি থেকে লোহার পোয়া পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশার ফলে ২০৮ নং কুকিথল চান্দকিরা সাবরুম বিকল্প জাতীয় সড়ক ব্যবহার করতেন লরি চালক ও যাত্রীরা। কিন্তু দীর্ঘ আড়াই থেকে তিন মাস যাবত বিকল্প জাতীয় সড়কের করুণ দশা। গোটা রাজ্যের মধ্যে রাস্তার এমন করুণ অবস্থা অন্য কোথাও রয়েছে কিনা তাও সন্দেহ রয়েছে এমনটাই প্রকাশ্যে আসছে লরি চালকদের বক্তব্যে। ত্রিপুরা থেকে আসাম এবং আসাম থেকে ত্রিপুরায় যাত্রীরা আসা-যাওয়া করতে ভয় পাচ্ছেন।কখনো আবার চালকরা উনাদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়বে বা গাড়ির কোন যন্ত্রাংশ গর্তের মধ্যে পড়ে বিকল হয়ে যাবে তার ভয়েও যাত্রী নিয়ে যাচ্ছেননা।

এক কথায় রাজ্যের লাইফ লাইন ও বিকল্প লাইফ লাইন যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু পূর্তদপ্তর ভাত ঘুমে। বিকল্প জাতীয় সড়ক নিয়ে এর পূর্বেও রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন হওয়ার পরও জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও রাজ্য সরকার। আশ্চর্যের বিষয় হলো কচিকাঁচা স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা বাইসাইকেল বাঁ পায়ে হেঁটেও স্কুলে যেতে পারছেনা। অবাক লাগার বিষয় হলেও তা সত্যি।এক হাটু কাদা, জল পেরিয়ে দুটি পা সহ পরনের প্যান্ট শার্ট নোংরা করে স্কুলে আসা যাওয়া করতে হয়।

কোন কোন অভিভাবক ভয়ে কচিকাঁচাদের স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন।এক কথায় পণ্যবাহী লরি চালক, যাত্রীবাহী লরি চালক, যাত্রী, স্কুল ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে অত্র এলাকার জনগণের একটাই দাবি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিকল্প জাতীয় সড়কের দিকে একটু দৃষ্টি দেন তাহলে লরি চালক থেকে শুরু করে যাত্রী ও স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা নরক যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবেন।কারন পূর্ত দপ্তর টুটু জগন্নাথের ভূমিকা পালন করছে।এমনকি স্থানীয় জনগণ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও রাজ্য সরকার রাজ্যের বিকল্প লাইফ নিয়ে কতটুকু তৎপর হয়।

## পালিত

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। রাজ্যে দর্শনীয় স্থান নীরমহল, ছবিমুড়া, ঊনকোটি, মাতাবাড়ি, পিলাক প্রভ'তি উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যের মহিলাদের সশক্তিকরণেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। মহারাণী কা'নপ্রভা দেবী সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের সহযোগিতায় ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধা দেন। এতে রাজ পরিবারের রাষ্ট্রপ্রেমও পরিলক্ষিত হয়। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আদর্শকে কর্মপাথেয় করেই বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল দেওধর বলেন, যে কোনো ব্যক্তি তার কর্মের মাধ্যমেই মহান হয়। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য তাঁর স্বল্পায়ুর মধ্যেই গরীবদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীও গরীবদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, বিগত সরকার ত্রিপুরার রাজ পরিবারকে সব সময় উপেক্ষা করে গেছেন। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ত্রিপুরার জনজাতিদের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। দেশের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীই প্রথম উত্তর পূর্বা'ল থেকে গোপীনাথ বরদলুইকে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব মানিক লাল দে বলেন, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত বছর থেকেই সরকারীভাবে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকী পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য মহারাজার রাজ্যের উন্নয়নে যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সহ সভাপতি সুভাষ দেব এবং ট্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থার সম্পাদক ড. এস দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, ত্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থার সভাপতি সৌভিক দেববর্মা, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ত্রিভেগ হেরিটেজ সংস্থার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী উস্তাদ রশিদ খান ও তার দলকে সংবর্ধণা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ম' কত্থক নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য এবং হিন্দস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করেন রাজ্য ও বহির্রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ।

## ঢাকা

● প্রথম পাতার পর

সেখানে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে। আলোচনার পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনেও আসবেন মোমেন ও জয়শঙ্কর।

গত ৫ জুন তাজিকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ায় যোগাযোগ বৃদ্ধি ও পারস্পরিক আস্থা তৈরির পদপে নিয়ে সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক করেছিলেন মোমেন ও জয়শঙ্কর।মঙ্গলবার বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করবেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক 'সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে' বলে অনেকেই মনে করেন। গত ১০ বছরে দুই দেশের মধ্যে শ' খানেক চুক্তি হয়েছে, এর মধ্যে গত তিন বছরেই সই হয়েছে ৬৮টি চুক্তি।ছিটমহল আর সমুদ্রসীমা নিয়েও দুই দেশ সমাধানে পৌঁছাতে পেরেছে। তবে তিস্তার পানির বণ্টন এখনও ঝুলে রয়েছে।

## তিপ্রাহা

● প্রথম পাতার পর

সারা দেশে বিজেপি-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শামিল হতেই তাঁদের সাথে একত্রিত হচ্ছি। তাঁর কথায়, বহুদিন আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আইপিএফটি-তিপ্রাহা পুরো দলটাই বিজেপি-তে বিলীন হয়ে যাবে। সে-মোতাবেক আজ দলের দুই কর্মকর্তাকে নিয়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছি, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, দলের অন্যান্য কর্মকর্তারাও বিজেপি-তে যোগ দেবেন। সেই লক্ষ্যে হেজামারা এবং অমরপুরে বিরাট জনসভার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ওই জনসভায় আইপিএফটি তিপ্রাহার সমস্ত কর্মকর্তা এবং অনুগামীরা বিজেপি-তে যোগ দেবেন।

## সরকার

● প্রথম পাতার পর

রতন লাল নাথ। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রতি কুইন্টাল চাল ৪৮ টাকা থেকে বেড়ে ১৪৩ টাকা, প্রতি কুইন্টাল গম ৪৮ টাকা থেকে ১৬১ টাকা, প্রতি কুইন্টাল চিনি ৩৮ টাকা থেকে বেড়ে ৪৩ টাকা, প্রতি কুইন্টাল লবন ৩৮ টাকা থেকে বেড়ে ৪৮ টাকা এবং ১হাজার লিটার কেরোসিনে ৬০০ টাকা থেকে ৭৪৫ টাকা কমিশন হয়েছে। এছাড়া খাদ্য দপ্তর রেশন শপ থেকে ভোক্তাদের ঘড়ে রেশন সামগ্রী পৌছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

# ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে পূজারা-রোহিতের দুরন্ত ব্যাটিং

অ্যান্টিগা, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : আগামী বৃহস্পতিবার থেকে অ্যান্টিগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করছে ভারত। তার আগে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মাঠে নামার আগেই গা-গরম করে নিলেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানরা। তিনদিনের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে চেতেশ্বর পূজারা ও রোহিত শর্মার দুরন্ত ব্যাটিংয়ে পাঁচ উইকেটে ২৯৭ রান তুলেছে ভারত।

সাত মাস পর ফেরে জাতীয় দলের জার্সিতে উজ্জ্বল পূজারা। শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ দলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেই সেঞ্চুরি হাঁকান সৌরাষ্ট্রের রান-মেশিন। একদিনের ক্রিকেটে ব্রাত্য পূজারা বিশ্বকাপের দলে সুযোগ না পাওয়ায় ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগটা ক্যারিবিয়ান সফরেই কাজে লাগাতে চান পূজারা। এদিন মাঠে নেমে ক্যারিবিয়ান পেস ব্যাটারির বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে অবসৃত হন। অন্যদের সুযোগ দিতে প্যাভিলিয়নে ফেরেন পূজারা। ১৮৭ বলের ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারি ও একটি ছয় মারেন টিম ইন্ডিয়ার নম্বর তিন ব্যাটসম্যান।

৫৩ রানে তিন উইকেট হারানোর পর পূজারাকে সঙ্গ দেন সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির ডেপুটি রোহিত শর্মা। ৬৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন রোহিত। ১১৫ বলের ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মারেন তিনি। তবে প্যাভিলিয়নে ফেরার আগে চতুর্থ উইকেটে পূজারার সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ১৩২ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান রোহিত। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রোহিত ভাইস-ক্যাপ্টেন হলেও টেস্ট দলে তিনি এখনও নিয়মিত সদস্য নন। তবে ক্যারিবিয়ান সফরে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া মুম্বইয়ের ডানহাতি। প্রস্তুতি ম্যাচে রান পেয়ে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন রোহিত। এছাড়াও রান পেয়েছেন লোকেশ রাহুল (৩৬), হনুমা বিহারী (অপরাজিত ৩৭) এবং ঋষভ পন্ত (৩৩)।

এবার টেস্ট ক্রিকেটে ইতিহাসে প্রথমবার নম্বর ও নাম লেখা জার্সি পরে মাঠে নামেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা। টেস্ট ক্রিকেটে দর্শকদের মাঠে টানতে আইসিসি-র এই নয়া উদ্যোগ। ১৪২ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই দৃশ্য প্রথম দেখা যায় এজবাস্টনে চলতি অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে। অ্যাশেজ সিরিজ দিয়েই শুরু হয়েছে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। পাঁচ দিনের ফর্ম্যাটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বেছে নিতে আগামী আড়াই বছর ধরে চলবে এই লড়াই। বিশ্বের সবক'টি টেস্ট খেলিয়ে দেশই এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছে। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পর ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে নামে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড।

## ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অভিযানের আগে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রাখলেন কোহলি

দুবাই, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে টেস্ট ক্রিকেটে এক নম্বর স্থান ধরে রাখলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তবে চলতি অ্যাশেজে স্বপ্নের ফর্মে থাকা স্টিভ স্মিথ উঠে এল দু' নম্বরে।

বিশ্বকাপের পর প্রথমবার টেস্ট খেলতে নামছে ভারত। তবে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠে নামার আগে বিরাট কোহলির জন্য ভালো খবর যে প্রায় আট মাস টেস্ট না খেলে সিংহাসন ধরে রাখেলেন ক্যাপ্টেন কোহলি। সোমবার প্রকাশিত সর্বশেষ আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ৯২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন বিরাট।ভারত অধিনায়কের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্মিথ। ৯১৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দু' নম্বরে উঠে এলেন টপ-অর্ডার অজি ব্যাটসম্যান। কোহলির থেকে মাত্র ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন স্মিথ। এজবাস্টনের অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পর লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯২ রান করেন অজি ব্যাটসম্যান। চোটের জন্য ব্যাট করতে নামেননি দ্বিতীয় ইনিংসে। তৃতীয় টেস্টেও স্মিথের মাঠে নামা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

# ৮১৮ দিন পর...

লন্ডন।। লিগ টেবিলে বার্সেলোনার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ ছিল সেই ২০১৬—১৭ মৌসুমের শেষ দিকে। ৮১৮ দিন পর আবারও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপরে ওঠার সুযোগ পেল জিদান বাহিনী।নেইমার তখনো বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাননি। ডোনাল্ড ট্রাম্প মাত্রই হোয়াইট হাউসের মসনদে বসেছেন। হার্ভি ওয়াইনস্টিনের কল্যাণে 'হ্যাশট্যাগ মিটু' আন্দোলন তখন শুরু হব হব করছে। রোহিঙ্গা সংকট শুরু হয়েছে মাত্র। ওদিকে সৌদির যুবরাজ হিসেবে সদ্যই মনোনীত হয়েছেন মোহাম্মদ বিন সালমান।

৮১৮ দিন পর এখন কী অবস্থা? পিএসজিতে নেইমারের দুই বছর কাটানো শেষ। পিএসজি ছেড়ে আবারও বার্সেলোনায় আসার জন্য আনচান করছে তাঁর মন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিত্যদিন নতুন নতুন খবরের জন্ম দিচ্ছেন ট্রাম্প। আটলান্টিকের তীর থেকে 'হ্যাশট্যাগ মিটু' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশেও। সৌদিকে 'আধুনিক' করার কাজে লেগে গেছেন মোহাম্মদ বিন সালমান, সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ড-পরিকল্পনায় উঠে এসেছে তাঁর নাম। এদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার সম্মত হয়েছে। আরেকটা বিষয়ও ঘটেছে এই ৮১৮ দিনে।

স্প্যানিশ লা লিগার টেবিলে সর্বশেষ ৮১৮ দিন আগে বার্সেলোনার ওপরে উঠতে পেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তাও সেই ২০১৬—১৭ মৌসুমের শেষ দিনে, যেবার বার্সাকে হারিয়ে লিগ জিতেছিল তারা। এরপর আর বার্সাকে টপকানো হয়নি তাদের। এর মধ্যে আরও দুবার লিগ জেতা হয়ে গেছে বার্সেলোনার। রিয়াল বার্সেলোনার পেছনেই পড়ে ছিল এই কয় দিন। বার্সাকে মাঝেমধ্যে পয়েন্টের দিক দিয়ে স্পর্শ করতে পারলেও টপকানো আর হয়ে ওঠেনি। এমনকি গত বছর একসময়ে দুই দলের ব্যবধান বাড়তে বাড়তে ১৯ পয়েন্টে ঠেকেছিল। ইতিহাসে আর কখনো দুই দলের মধ্যে লিগ টেবিলে এত ব্যবধান দেখেনি বিশ্ব। এবার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছে ১-০ গোলে হেরে বসেছে বার্সেলোনা। ওদিকে রিয়াল নিজেদের ম্যাচে কোনো অঘটন ঘটতে দেয়নি। সেল্টা ভিগোকে গতকাল অনায়াসে হারিয়েছে তারা, ৩-১ গোলের ব্যবধানে। আর তাতেই কাজ হয়ে গিয়েছে। ৮১৮ দিন পর, সপ্তাহের হিসাবে ৭৬ সপ্তাহ (গেমউইক) পর, লিগ টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার ওপরে ওঠার সুযোগ পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ! ম্যাচে রিয়ালের হয়ে গোল করেছেন করিম বেনজেমা, টনি ক্রুস ও লুকাস ভাজকেজ।


**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :15/EE/ DWS-1 / 2019-20.**

Separate sealed tenders are invited for Operation & mtc. of IRP, Providing & fitting fixing of different electrical equipment and extension of domestic connection.

(i)Last date of Receipt of Application :- 30-08-2019
(ii)Last date of Selling of Tender document :- 03-09-2019
(iii)Last date of Dropping of Teader :- 05-09-2019

| Sl no | DNIT NO | Estimated Cost | Earnest Money | Cost of tender form (Non refundable) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/EE/DWS-I/2019-2020 | Rs. 2,11,313.00 | Rs. 2,113.00 | Rs.1000.00 |
| 2 | 26/EE/DWS-I/2019-2020 | Rs. 1,97,374.00 | Rs. 1,974.00 | Rs.1000.00 |
| 3 | 27/EE/DWS-I/2019-2020 | Rs. 4,46,030.00 | Rs. 4,460.00 | Rs.1000.00 |
| 4 | 28/EE/DWS-I/2019-2020 | Rs. 4,96,596.00 | Rs. 4,966.00 | Rs.1000.00 |
| 5 | 29/EE/DWS-I/2019-2020 | Rs. 2,14,835.00 | Rs. 2,148.00 | Rs.1000.00 |
| 6 | 82/EE/DWS-I/2018-19 (2nd call) | Rs. 4,81,748.00 | Rs. 4,817.00 | Rs.1000.00 |

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.

(and on behalf of Governor of Tripura)
(N.P. Chakrabarti)
Executivo Engineer DWS
Division Agartala- I
Agartala, Tapura (W) :

ICA-C/822 /2019-20

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : 07/EE-I/2019-20

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Construction of Library building of Vibekananda Sangha, College Tilla, Agartala." DNIT No. 12/EE-I/2019-20 Dated 08/08/2019 | Rs.4,73,531/ | Rs.4,735/- | Up to 16.00 Hrs on 30/08/2019 |

All other details are available in the office of the undersigned.

(Er. R. Chowdhury)
Executive Engineer
Agartala Division No-I. PWD (R&B)
Agartala, West Tripura

ICA-C/828/2019-20

**NOTIFICATION**

In pursuance of the directives issued by the Secretary, DoP&PW, Government of India as a part of 100-days strategic and impactful initiative of the Government of India with regard to minimize the Pensioners grievances, the Finance Department will conduct Pension Adalat on August 23,2019 at 10.00 AM in Town Hall, Agartala to redress the grievances of the pensioners of the State Government within in the framework of extent policy guidelines.

The pensioner(s), who intend to attend the Pension Adalat, may send the representation/grievance to etreasurytripura@gmail.com or etreasury-tr@nic.in or by post to the E-Treasury Officer, Finance Department, New Civil Secretariat, Kunjaban, Agartala latest by 20.08.2019, so as to make preparation for the proper redress of grievances.

Director, Treasuries
Government of Tripura

ICA/D-729/2019-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 20 August, 2019, Tuesday আগরতলা ২০ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ২ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019



# সুপ্রিম কোর্টেও খারিজ যৌন হেনস্থার মামলায় সাংবাদিক তরুণ তেজপালের আর্জি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : এবার সুপ্রিম কোর্টেও খারিজ যৌন হেনস্থার মামলায় সাংবাদিক তরুণ তেজপালের আর্জি উ সোমবার তরুণ তেজপালের আর্জি খারিজ করে সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, যদি মিথ্যা অভিযোগ করা হয়ে থাকে, তিনি মেয়েটির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন কেন। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন সাংবাদিক তরুণ তেজপাল। সোমবার তরুণ তেজপালের সেই আর্জি নাকচ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে, তা গুরুতর এবং নৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দূষণীয়। এদিন মামলাটি শুনানির জন্য বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও এম আর শাহর ডিভিশন বেঞ্চে উঠলে বিচারপতিদ্বয় জানতে চান, অভিযোগ যদি মিথ্যাই হবে, তাহলে তরুণ তেজপাল ই-মেলে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন কেন? বিচারপতি মিশ্র বলেন, অবাঞ্ছিত কিছু নিশ্চয় ঘটেছিল। সেইসঙ্গে তারা জানিয়েছেন সাংবাদিক তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মামলার বিচার গোয়া কোর্টে হবে। সর্বোচ্চ আদালত সেই কোর্টকে এই নির্দেশ দিয়ে, বিচার ছ'মাসের মধ্যে শেষ করতে বলেছে।

এদিন গোয়া পুলিশের হয়ে তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে সওয়াল করেন সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি বলেন, এখনও বিচার শুরুই হয়নি। পুলিশের কাছে এমন কয়েকটি ই-মেল আছে যা তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, তরুণ তেজপাল একসময় তহেলকা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তার এক সহকর্মী অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালের নভেম্বরে গোয়ায় পত্রিকার একটি অনুষ্ঠান চলার সময় সম্পাদক তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। পাঁচতারা হোটেলের এলিভেটরের মধ্যে ওই ঘটনা ঘটেছিল। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর গোয়ার মাপুসা শহরে এক আদালতে তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হয়। অভিযোগ, তিনি এক সহকর্মীকে যৌন হেনস্থা করেছেন এবং বেআইনিভাবে আটকে রেখেছেন। তেজপাল হাইকোর্টে মামলা খারিজের আর্জি জানিয়ে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, যে সময় যৌন হেনস্থা হয়েছিল বলে অভিযোগ, তার ঠিক পরে অভিযোগকারিণী স্বাভাবিক আচরণ করছেন।

তবে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মানতে নারাজ তরুণ তেজপাল উ এর আগে মামলা খারিজের আর্জি জানিয়ে মুম্বই হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চে আবেদন করেন উ তবে গোয়া বেঞ্চ তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করতে রাজি হয়নি। তখন সাংবাদিক সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্টে তেজপাল ওই সিসিটিভির কথা উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট পালটা বলে, অভিযোগ যদি মিথ্যাই হবে, তাহলে তরুণ তেজপাল ই-মেলে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন কেন? বিচারপতি মিশ্র বলেন, অবাঞ্ছিত কিছু নিশ্চয় ঘটেছিল। সেই সঙ্গে এখানেও খারিজ হল তাঁর আর্জি।

## বন্যায় বিপর্যস্ত কেরলে মৃত্যু বেড়ে ১২১, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ১৭৮৯টি বাড়ি

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বন্যায় বিপর্যস্ত কেরলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাউ দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে গত ৮ আগস্ট থেকে ১৯ পর্যন্ত বন্যা ও বৃষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ১২১ জনেরউ এছাড়াও ২১ জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নাউ বন্যা ও বৃষ্টিজনিত কারণে আহতের সংখ্যা ৪০ জনউ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরম-সহ মোট ১৪টি জেলাউ বন্যায় বেহাল অবস্থা কেরলের কোল্লাম, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম, ইদুক্কি, এর্নাকুলাম, ত্রিশূরস, পালাক্কাড়, মালাপ্পুরম, কোড়িকোড়, ওয়ানাড, কান্নুর ও কাসারগোড় জেলারউ ১৪টি জেলায় এখনও ১৮৫টি ত্রাণ শিবির খোলা রয়েছেউ ওই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে ৮২৪৭টি পরিবার (২৬৬৬৮ জন বন্যা দুর্গত)। কেরল সরকারের পক্ষ থেকে সোমবার সকালে জানানো হয়েছে, গত ৮ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট সকাল দশটা পর্যন্ত কেরলে বন্যায় মৃত্যু হয়েছে ১২১ জনেরউ আলাপ্পুঝাড় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, ইদুক্কিতে পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন, কোট্টায়ামে মৃতের সংখ্যা দু'জন, ত্রিশূরে ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, মালাপ্পুরমে মৃতের সংখ্যা ৫৮, ওয়ানাডে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের এবং কান্নুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়েছে ৯ জনউ বন্যায় আহতের সংখ্যা ৪০, নিখোঁজ রয়েছেন ২১ জনউ কেরল সরকারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বন্যায় আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৪৫৪২টি বাড়ি এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭৮৯টি বাড়ি।

## উন্নাও নিগৃহীতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলা দু'সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করতে হবে তদন্ত, সিবিআই-কে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আর বেশি দিন সময় নেইউ আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই উন্নাও নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীর গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-কেউ সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, চিকিতা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য আইনজীবীকে পাঁচ লক্ষ টাকা অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

উন্নাও নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীর গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও ৪ সপ্তাহ সময় চেয়েছিল সিবিআইউ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়েছিল, উন্নাও ধর্ষণ মামলার নিগৃহীতা এবং তাঁর আইনজীবীর বয়ান এখনও রেকর্ড করা সম্ভব হয়নিউ আদালতে এদিন জানানো হয়েছিল, উন্নাও ধর্ষিতার আইনজীবীর শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটজনকউ তাই তদন্ত শেষ করার জন্য ৪ সপ্তাহ সময় দেওয়া হোকউ কিন্তু, সিবিআই-এর আবেদন খারিজ করে দিয়ে ৪ সপ্তাহের পরিবর্তে দু'সপ্তাহ সময় প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালতউ এই দু'সপ্তাহের মধ্যেই উন্নাও ধর্ষিতার গাড়ি দুর্ঘটনা মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে সিবিআইকে।

## ছত্তিশগড়ে প্রসবের সময় মৃত্যু সদ্যোজাত শিশুর নার্সের বিরুদ্ধে গাফিলতির নালিশ শোকস্তব্ধ বাবা-মায়ের

রায়পুর, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলায় প্রসবের সময় মৃত্যু হল সদ্যোজাত শিশুর। হাসপাতাল নয়, নার্সের বাড়িতেই প্রসবের সময় মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। অভিযুক্ত নার্সের বিরুদ্ধে গাফিলতির নালিশ এনেছেন শোকস্তব্ধ বাবা-মা। ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলার প্রতাপপুরের ঘটনা। প্রসবের সময় সদ্যোজাত সন্তানকে হারানোর পর শোকস্তব্ধ মা লক্ষ্মী জানিয়েছেন, "প্রসবের সময়, সন্তানের হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। শিবকুমারী জইসওয়াল নামে ওই নার্স শিশুটির হাত ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, এর ফলে হাতটি ভেঙে যায়। আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছই, তখন মৃত অবস্থায় শিশুটির জন্ম হয়।" শোকস্তব্ধ বাবা-মা জানিয়েছেন, "নার্সের গাফিলতির কারণেই আমাদের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।" ওই দম্পতি আরও জানিয়েছেন, প্রসব যন্ত্রনা ওঠায় হাসপাতালে যাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু, এম্বুলেন্সের চালক তাঁদের হাসপাতালের পরিবর্তে নার্সের বাড়িতেই সন্তানের প্রসব করাতে বলেন। আর সেটাই কাল হল! প্রসবের সময় মৃত্যু হল সদ্যোজাত শিশুর।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

# মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগরতলায় শুরু দু-দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** স্বাধীন ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১১-তম জন্মতিথি আজ। এ-উপলক্ষ্যে দু''দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর সূচনা হয়েছে আজ, সোমবার থেকে। রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের পার্শবর্তী চন্দ্রমহলে আয়োজিত এই চিত্র প্রদর্শনীতে স্বাধীন ত্রিপুরার শেষ মহারাজা তথা আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের আলোকচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

দুদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের স্ত্রী নীতি দেব, ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য ও বীরবিক্রমের পৌত্র তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা, রাজপরিবারের আরও এক সদস্য বীরবিক্রমের পৌত্রী প্রজ্ঞা দেববর্মা, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের অবজারভার ভূপেন বরা, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা মুখপাত্র তাপস দে-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নীতি দেব বলেন, ত্রিপুরা ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম একটি রাজ্য হলেও শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মন ছিল বিশাল বড়। তিনি পারলে সবাইকেই এই রাজ্যে স্থান করে দিতেন। তাছাড়া তিনি এই রাজ্যকে উন্নত একটি রাজ্যে পরিণত করার জন্য অনেক কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন। সবাই মিলে এখানে মিলেমিশে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী-জায়া আরও বলেন, তিনি মূলত পঞ্জাবের হলেও এই রাজ্যের সংস্কৃতি ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বধূ হিসেবে তিনি যখন দেশের অন্য প্রান্তে ত্রিপুরার পরম্পরাগত পোশাক পড়ে যান অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি গর্বের সঙ্গে জানান তিনি ত্রিপুরার বাসিন্দা। এখানে আসার আগে তিনি বুঝতেও পারেননি যে এভাবে সাধারণ মানুষের এত ভালোবাসা পাবেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন, এ-নিয়ে তিনি গর্ববোধ করবেন। তাঁর এই বক্তব্য শুনে উপস্থিত সকলে করতালিতে মাতিয়ে তুলেন গোটা মহল।

অপরদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর খুব অল্প বয়সেই সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু মাত্র সাতাশ আটাশ বছর বয়সেই তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে হিটলার মুসোলিনি টুয়েলভ-এর মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতি করিয়েছিলেন। তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে ত্রিপুরার চেহারাটাই অন্যরকম হত। ইন্ডিয়ান ন্যশনাল ট্রাস্ট অব আর্ট অ্যান্ড কালচার-এর উদ্যোগে হচ্ছে দু''দিনব্যাপী এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

# ই-রেশনিং ব্যবস্থা, দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছেঃ শিক্ষামন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৯ আগস্ট।।** রেশনসপ ডিলারদের ব্যবসা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ই-রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তাতে রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক রতনলাল নাথ। সোমবার মোহনপুর সাংস্কৃতিক হল ঘরে ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক প্রথম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক রতনলাল নাথ।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী নাথ বলেন, বর্তমান সরকার রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে জন্যই ই-রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সঠিক ভোক্তারাই রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা চালুর ফলে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের ৬২ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল হয়ে গেছে। এইসব রেশন কার্ডের মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করত। এই ভুয়া রেশন কার্ডগুলি ই-রেশনিং ব্যবস্থার দৌলতে বাতিল হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার ফলে রাজ্যের প্রকৃত ভোক্তারা লাভবান হয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বাম আমলে ভুয়ো রেশন কার্ড দিয়ে রেশন সামগ্রী হাফিজ করে রেশনসপ ডিলারদের কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছে। ডিলাররা চোর নয় বলেও উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। বর্তমান সরকার রেশন ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নতুন সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রেশনের মাধ্যমে মশুর ডাল এবং চিনি ভর্তুকিমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে।

এইসব ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি ভোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ সংগঠনের বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। শতাধিক রেশনসপ ডিলার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

## স্কুলে চুরি, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ আগস্ট।।** গত দীর্ঘদিন থেকে নাগাড়ে চুরি কান্ড সংগঠিত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এতে নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম পড়ুয়া সহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের। নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুরি কাণ্ড সংগঠিত হলেও আজ পর্যন্ত এই চুরির ঘটনায় পুলিশ কোন সুরাহা করতে না পারায় অবশেষে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল স্কুলের পড়ুয়ারা। আজ তারা এক রাশ ক্ষোভ নিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ছবি সড়কে রেখে অভিনব কায়দায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যাক্ত করেন। পরে অবশ্য পাথারকান্দির সার্কেল অফিসার ও ইন্সপেক্ট ওসির আশ্বাসে পাঁচ ঘণ্টা পর সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। জানা গেছে দীর্ঘদিন থেকে পাথারকান্দি শিক্ষা খন্ডের অধীনস্থ প্রতাপগড় পাবলিক হাইস্কুল রাতের অন্ধকারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকবার নিশিকুটুম্বের দল হানা দিয়ে স্কুলের কম্পিউটার, ডেস্ক-বেঞ্চ, মধ্যাহ্ন ভোজনের বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক ফ্যান সহ মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। এতে তাঁদের প্রাত্যাহিক পঠন-পাঠ লাঠ উঠার উপক্রম। এব্যাপারে চুরি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি এজাহার দেওয়া হলেও আজ অবধি পুলিশ এব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রেক্ষিপ্তে আজ সকাল ১০টা থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসম-ত্রিপুরা আট নং জাতীয় সড়ক বনধের ডাক দেয় সমস্যাগ্রস্থ পড়ুয়ারা। অবরোধের ফলে সকাল থেকে সড়কের দুই পাশে যান বাহনের দীর্ঘ লাইন লেগে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট সমস্যারও। বনধের খবর পেয়ে দুপুর দুটো নাগাদ অকুস্থলে পৌছান সার্কেল অফিসার এল, খিনতে ও ইন্সপেক্টর ওসি সীমান্ত বরা। তারা আগামী পক্ষকালের মধ্যে এই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের ধরা সহ স্কুলের আসবাবপত্রের ব্যাবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে দুপুর দু'টোয় প্রায় চার ঘণ্টা পর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করে পড়ুয়ারা।

## কাশ্মীর নিয়ে ভুয়ো খবর রটানোর অভিযোগ : সমাজকর্মীকে গ্রেফতারের দাবি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় সেনা ও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ভুয়ো সংবাদ ছড়ানোর অভিযোগে জেকেপিএম (জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট) নেত্রী তথা সমাজকর্মী শেহলা রশিদের গ্রেফতার চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সোমবার একটি অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আলাখ অলোক শ্রীবাস্তব। দায়ের করা অভিযোগে আইনজীবী শ্রীবাস্তব জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শেহলা রশিদের অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, রশিদ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন যা ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ১২৪-এ -এর অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ হিসাবে অভিহিত।

শ্রীবাস্তব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর অপরাধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানান। সমাজকর্মী শেহলা রশিদের গ্রেফতারের দাবিও করেছেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার একটি টুইটে শেহলা রশিদ জানিয়েছিলেন, 'লোকেরা বলছে যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কোনও কর্তৃত্ব নেই। তাদের শক্তিহীন করা হয়েছে। সবকিছুই আধা-সামরিক বাহিনীর হাতে। সিআরপিএফ-এর একজনের অভিযোগে এক এসএইচও-কে বদলি করা হয়েছে। এসএইচও-রা লাঠি নিয়ে চলছেন। তাদের উপর সার্ভিস রিভলবারগুলি দেখা যাচ্ছে না।' জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কিত শেহলা রশিদের অভিযোগ এরপর প্রত্যাখ্যান করে তা 'ভিত্তিহীন' বলে জানিয়ে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, 'শেহলা রশিদ কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ধরনের ভুয়ো খবর সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়ার জন্য অনৈতিকভাবে ছড়ানো হচ্ছে।'

## উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।** উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস সোমবার রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সংগটনের রাজ্য কার্যালয়ের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নেতাজি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ১৯৭৮ সালে আজকের দিনে খোয়াই টাউন হলে দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন বা টিএসইউ'র। এবছর ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই পালন করা হয়। এ বছ্যরর প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল শ্লোগান হল 'শিক্ষা বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও'। আগরতলায় প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নেতাজি দেববর্মা বলেন, শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ছাত্র স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বর্তমান বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা অধিকার হরণের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিজেপি সরকার শিক্ষাকে বেসরকারি করণের চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতিবাচক মনোভাবের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের খবর মিলেছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের অঙ্গ হিসেবে সংগঠন নানা সামাজিক কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে।

## বিশ্ব মানবিকতা দিবসে কাশ্মীর ইস্যুকে উস্কে কেন্দ্রকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স) : আজ ১৯ আগস্ট, বিশ্ব মানবিকতা দিবস। সোমবার এই বিশেষ দিনে কাশ্মীর ইস্যুকে উস্কে দিয়ে, কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারকে বিদ্ধ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে এই আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ বিশ্ব মানবিকতা দিবস। কাশ্মীরের মানুষদের অধিকার পুরোপুরিভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে:। আমরা সবাই কাশ্মীরের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।